অপূর্ব্ব সতী

নাটক।

CASTUS MIRABILIS

শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত

দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।

TRAGEDY! TRAGEDY! TRAGEDY!

CALCUTTA

নূতন ভারত যন্ত্রে,

শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮২

Price One Rupee.   মূল্য এক টাকা মাত্র।

বঙ্গবিদ্যা-হিতৈষিণী

মহারাণী

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী

মহাশয়ার

পবিত্র

করকমলে

এই

হীনজনপ্রণীত

নাটকখানি

উপহৃত

হইল।

অগ্রদৃষ্ট্য

পাঠিকাগণ!

চকিত দৃষ্টিগত সুপ্রসাধিত কদাকৃতিও লোচন বিনোদ হয়,—তাহার কারণ কি?—ভূষাই তাহার একমাত্র নিদান। কিন্তু ভূষা কয় প্রকার?—অস্মদালোচ্য দ্বিবিধ। প্রথম,—সর্ব্বানন্দ আপাতমনোরম—দ্বিতীয়,—বোধসাধ্য দেবরঞ্জন। বিচ্যুতজ্যোতি কিছুই সুখপ্রদ নহে! ভগিনীগণ! তোমরা এখন কোন্ জ্যোতি প্রার্থী? তোমরা শিক্ষিতা—উন্নতমনা, তোমাদের উচ্চশিক্ষা শিক্ষিতমন এখন কোন্ ভূষা প্রত্যাশী? প্রথম সিঞ্জন আত্মরঞ্জন—দ্বিতীয়,—জগত—ত্রিজগত; তবে কি প্রথমের অভিলাষিনী? না—উচ্চশিক্ষার কখনই এত নীচদৃষ্টি নয়—অবশ্যই দ্বিতীয়ের—সেই দ্বিতীয়ই এই পংক্তি নিচের একমাত্র অবলম্বন। কৌমারে কৌমারচাপল্যসুলভ কৌমারক্রীড়া করিতে করিতে আমরা উভয়ে ঐক্যমত্য হইয়া বঙ্গবর্ণে এই বঙ্গাদর্শ প্রনয়ন করি। সাধারণে প্রকাশ পূর্ব্বক বঙ্গমহিলাগণসমক্ষে প্রস্থাপিত করিলাম। মন! উপাদেয় বস্তু উপহার দিয়া এত ভীত হইলে কেন? এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হইল। যদি আমাদের বিচিত্র মুকুরে ভগিনীগণ বিচিত্রবিম্ব না দেখিতে পান, তাহা হইলে আমাদের মুকুরসম্বন্ধীয় অতুল আশা কি হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াই ভবিষ্যতের কাল কন্দরে নিহিত হইবে? ভগ্নোৎসাহ হইব বলিয়া এক্ষণে নিরুৎসাহ হওয়া কখনই সঙ্গত নয়। এসম্বন্ধে আমরা তোমাদের বিরাগ বা প্রীতির আকাঙ্ক্ষী নই, প্রস্থাপন সুখেই অপার সুখী ও প্রোৎসহিত হইলাম, তবে যদি আমাদের ভাগ্যবলে তোমাদের উৎসাহ প্রাপ্ত হই তাহা হইলে তাহাই আশাতিরিক্ত হইবে।

কলিকাতা
৩রা শ্রাবণ ১২৮২

শ্রীআশুতোষ দাস, শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত
প্রণেতা প্রণেত্রী

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

কৃষ্ণকিশোর বাবু	সুবর্ণপুরনিবাসী জনৈক জমীদার।
দীন বাবু	কৃষ্ণকিশোর বাবুর বন্ধু।
মহেশ ভট্টাচার্য্য	পুরোহিত।
হরেন্দ্রকৃষ্ণ	এক জন ভদ্রলোক।
গুরুবাবু	জনৈক উকীল।
চন্দ্রকেতু (নায়ক)	কৃষ্ণকিশোর বাবুর পুত্র।
ব্রজেন্দ্র	চন্দ্রকেতুর বন্ধু।
ব্রজনাথ	মদ্যবিক্রেতা।

বাতুল, বৈষ্ণব, বালকগণ, সার্জ্জন, পাহারাওয়ালা, সারেংওয়ালা ওস্তাদ, মাতাল ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাধারাণী	কৃষ্ণকিশোর বাবুর স্ত্রী।
হরমণি	বারাঙ্গণা।
সুরতকুমারী	ঐ
নলিনী (নায়িকা)	হরমণির কন্যা।
কুমুদিনী	প্রতিবাসিনী।
তরলা	ঐ
মল্লিকা	হরমণির দাসী।
স্বর্ণ	সুরতকুমারীর দাসী।
চাঁপা	কাশীবাসিনী ও চন্দ্রকেতুর দাসী
ক্ষুদীরমা	কৃষ্ণকিশোর বাবুর দাসী।

অপূর্ব্বসতী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুবর্ণপুর। হরমণির বাটীর সম্মুখে।)

নলিনীর প্রবেশ।

ন। কি উপায়ে এ স্থান হতে পরিত্রাণ পাই?—বিদ্যার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! বিদ্যাজ্যোতি একবার হৃদয়পটে প্রতিভাত হইলে, অতি নীচপ্রকৃতিও হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে। সংসর্গই মানবের বিকৃতাবিকৃতির মূল। লোকে বলে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ"—তা সত্য। সৎসংসর্গে অতি হেয়—অপদার্থ জনও সাধু প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গে পরম ধার্ম্মিকও কালক্রমে একজন পাপময় পাপাত্মার ন্যায় পাপপঙ্কে পঙ্কিল হয়। আমি কি?—একজন ক্ষীণপ্রাণা রমণী। এমন কিছুই নাই যাহাতে আত্মোৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হই। এতদিন হৃদয় একমাত্র অনভিজ্ঞতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। যদি না আমি

অতি শৈশবাবস্থা হইতে বিদ্যালোচনা করিতাম, তাহা হইলে কি পাপকলুষিতহৃদয়ে শিক্ষকের—গুরুর পবিত্রউপদেশ ধারণ কত্তে পাত্তেম? কখনই নয়—সামান্য অজ্ঞলোকে বিবেচনা করে, যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কিন্তু হায়! জগতপিতা কি তাঁহাদিগকে এত নীচউপাদানে সৃজন করিয়াছেন যে তাঁহারা পুরুষ হইয়া স্ত্রীশিক্ষার অপূর্ব্ব মহিমা স্পষ্ট দেখিয়াও দেখিতে পান না? স্ত্রীলোকের মন সতত চঞ্চল কিন্তু দৃঢ়রূপে একবার একবিষয়ে সংস্কারাবদ্ধ হইলে চিরজীবন অটল থাকে। মা—জননী আমার, যদি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা কত্তেন, তাহা হইলে কি তিনি বিদ্যাজাত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অতিক্রম পূর্ব্বক (যাহার নামে শরীর কণ্টকিত হয়) অবিদ্যারূপে জগত—আত্মজীবনকে কলঙ্কিত কত্তে পাত্তেন? সাধ্য কি। আমি তাঁহার কন্যা— পাপিনীর গর্ভজাত অভাগিনী কন্যা—আমাকেও কি দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ সেই ব্রতে ব্রতী হতে হবে? ওঃ জগতপিতা কি তাঁহার এই দুঃখিনী তনয়ার এমন মতি দেবেন? না—না—তিনি দয়ানিধি। (করজোড়ে চক্ষু মুদিয়া) দয়াময়!—করুণাময়!—তুমিই অবলাগণের একমাত্র সহায়—তোমা ভিন্ন আর কার কাছে মনের কথা বলব?——পতিতপাবন!—হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তোমার অভাগিনী তনয়া তোমার নিকট এইমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা কচ্চে, যে যতদিন জীবন থাকবে ততদিন যেন কেবল তোমার পবিত্র ব্রতে ব্রতী হয়ে থাকতে পারি। মনের আর একটী বাসনা এই যেন মনের মত একটী শিক্ষিত—প্রণয়ী পতি পাই ও তাঁহারই চরণ সেবা কত্তে কত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কত্তে

পারি। যদি পথের ভিখারিনী হয়ে অনশনে প্রাণত্যাগ কত্তে হয়, তাও স্বীকার, তথাপি অবলাধর্ম্ম রক্ষা করব।

(নেপথ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক মুখে অঞ্চল দিয়া)

তরলা আমার দুঃখ দেখলে কি মনে করবে——

তরলার প্রবেশ।

তর। নলিন্ দিদি যে ভাল আছিসতো ভাই?

ন। (চক্ষু মুছিতে ২) হ্যাঁ—

তর। এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ যে? ইস্কুলে গিয়েছিলি নাকি?

ন। (চক্ষু মুছিতে ২) হাঁ।——

তর। (অঞ্চলের নুটী পাকাইয়া) এমন কচ্চিস্ কেন? চোকে কিছু পড়েছে বুঝি? আহা! চোক দিয়ে জল পড়চে যে।

ন। (চক্ষু মুছিয়া) না—গেছে

তর। আজ কি পড়া হল?

ন। আজ আমাদের রচনার দিন। যৌবনের উপর একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন্, তাই সেইটে দেখিয়ে নিয়ে এলেম।

তর। কৈ, দেখি দেখি কেমন লিখেচ। তোরা ভাই এক এক জন হয়ে উঠলি, আমরাই খালি সাঁড়ের গোবর হয়ে গেলেম।

ন। কৈ ভাই কি শিখেছি?

তর। আচ্ছা, দেখি দেখি কি লিখেছ।

ন। আর কি দেখবে, এ ত তেমন ভাল হয়নি।

হস্তস্থিত পুস্তক হইতে কাগজ প্রদান।

এই পড়ে দেখ॥

তর। তুমিই পড়না; আমি কি ছাই পড়তে জানি যে পড়ব। তাই যদি পারব তবে আর এমন দশা—

ন। সেকি?—তবে শোন—

যৌবন।

বিষম যৌবন, বিষম বর্ণন, রমণী রতন,
বসন্তকালে।
প্রেমিক যে জন, কেমনে সে জন, দোষিবে যৌবন,
যৌবন কালে ?
যৌবন মুকুল, ফুটে হলে ফুল, প্রেমের মৃদুল,
অনিল বহে।
মদনের বাণ, নাম ফুলবাণ, রমণীর প্রাণ,
পরশে দহে।
বসন্ত অশান্ত, যৌবনে প্রশান্ত, বিনা প্রাণকান্ত,
রমনী জ্বালে।
যৌবন কানন, প্রকৃত রমণ, প্রকৃতি যেমন,
মধুর কালে।
মান সরোবর, করে থর থর, যুবক প্রবর,
আবেশে টলে।
প্রণয় কমল, হইলে সমল, আঁধার সকল,
ভ্রমর দলে।

চরণ ধারণ, ভানু প্রকাশন, বিহনে কখন,
কমল ফোটে ?
ফুটিলে কমল, যত অলিদল, প্রেমে টলমল,
আসিয়া জোটে।
যৌবন বিগত, কমলিনী নত, ভৃঙ্গবর যত,
ত্যজিয়া যায়।
রমণী যৌবন, করিলে গমন, পুরুষ রতন,
বিমুখ তায়।
যৌবন রতন, থাকয়ে যখন, সকলে তখন,
আদর করে।
যৌবনের ভার, হইলে বিকার, পুরুষে কি আর,
সম্ভাষ করে ?
যৌবন কারণ, গরব কখন, করোনা রে মন
অসার ভবে।
কালের কবল, হইলে সম্বল, যৌবন কমল,
কোথায় রবে ?

তর। বাঃ এই যে বেশ হয়েছে। তোদের মাষ্টার কিন্তু আচ্ছা রসিক। বেছে গুছে বেশ লিখতেও দেছে। তোর ভাই "গাছে না উঠতেই এক কাঁদী" যৌবন কি তা জানলিনে কিন্তু এর মধ্যে যৌবনের উপর লিখতে শিখলি। তুই ভাই ভেলা মেয়ে যা হোক, পুরুষের কান্ কেটে ছেড়েদিস্।

ন। কি ছাই হয়েছে।

তর। কেন বেশ হয়েছে। সে যা হোক তুই যেমন ভাই লেখা পড়া শিখেচিস, তোর যদি তেমনি একটি ভাল বরের

সঙ্গে বিয়ে হয় তা হলেই বড় সুখের হয়; তারও তো সময় হয়েছে।

ন। তোর কাছে আর বলতে কি ভাই, আমাদের ইস্কুলে তেও একথা হয়েছিল। একদিন আমাদের মাষ্টার আমার একটি রচনা দেখে, আমাকে তাঁর নিকটে ডেকে অতি দুঃখস্বরে বললেন যে "দেখ নলিন তোমার অবস্থা দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্চে।"

তর। তা তুমি তাতে কি বল্লে ?

ন। আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি তখন আর কিছু না উত্তর দিয়ে বললেন, যে "নলিন তুমি এক-বার আমার বাড়ী যেতে পার" তা আমি তাতে স্বীকার হলেম।

তর। তুমি তাঁর বাড়িতে গেলে পর কি হল ?

ন। তাঁর বাড়ী গেলে পর তিনি আমাকে বিশেষ যত্ন কর-লেন, তারপর মার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলে অনেক দুঃখ কত্তে লাগলেন। তা বলতে কি ভাই, আমি ত আর আমাদের এ রকম অবস্থা আগে জাল্লেম না, শুনে আর না কেঁদে থাকতে পাল্লেম না। বিশেষ মনে মনে মার উপর কেমন একটা রাগ হলো ও আপনা আপনি বড় ঘৃণা জন্মাল।

তর। আহা! তাতো হতেই পারে, তোমার মা যে, ভাই, কি ভেবে এ পথে এসেছেন, তা তিনিই জানেন। বলতে কি ভাই আমাদের অপেক্ষা জঘন্য কাজ আর বোধ করি পৃথিবীতে কেহ করে না। কি করবো বল প্রাণটা সহজে বেরোয় না। পেটের দায়ে এ রকম করি বটে, কিন্তু এম্নি পাজি কাজ যে কেউ বিশ্বা-সও করে না, দয়াও করে না। অমন কি কেউ, যদি দয়া করে

কেবল ভাত কাপড় দেয় তা হলে প্রাণটা জুড়োয়—এযাত্রা রক্ষা পাই—এ যন্ত্রণা হতে এড়াই। তা কি জানিস বোন্ সকলই কপালের দোষ—অদৃষ্টে যা থাকে তাই হয়——

ন। (স্বগতঃ) হা জগদীশ্বর! এ পাপ হতে কি মুক্ত হবার আর অন্য উপায় নাই? আমাকেও কি এই নিকৃষ্ট ভয়ঙ্কর নরক-ভোগ কত্তে হবে,—এই অপকৃষ্ট পাপময় কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে? (কিয়ৎক্ষণ পরে) না—তা কখনই হবে না এতে প্রাণ যাগ আর থাক।

তর। তুমি অমন করচো কেন? তারপর তোমার মাষ্টার কি বললেন?

ন। আমাকে বিবাহ কত্তে উপদেশ দিলেন

তর। বলিস কি লো! তবে তুই খৃষ্টান হবি না কি?

ন। না—ধর্ম্মচ্যুত হবার ইচ্ছা নাই, তবে ঈশ্বর যদি দয়া করে কাহার আশ্রিত না করে দেন তা হলে আর এ পাপ জীবনের প্রত্যাশা করবো না।

তর। না ভাই, গলায় ছুরি কুরি দিসনে।

ন। আমি এমন নিকৃষ্ট আর ভীরুস্বভাবা নই যে বিদ্যার অমূল্য গৌরব নষ্ট করবো। মন আমার—এ কিছু মার বশী-ভূত নয়।

তর। আমি ত ভাই বলি তুই যেমন লেখাপড়া শিখেছিস তেম্নি যদি একটি বিয়ে হয়, তা হলেই খুব সুখের বিষয়; তা এখন যাই।

ন। চল—তুমি নিশ্চয় জেনো যে যদি আমার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে, তা হলে কখনই এ পাপ কাজের অনুবর্ত্তিনী হব

না। বিবাহের কিছু একান্ত অভিলাষিণী নই, তবে ঈশ্বরের নিয়ম, তা যদি না হয়, তবে আপনাকে দুর্ভাগিনী মনে করে ঈশ্বরের ব্রত অবলম্বন করবো---

উভয়ের প্রস্থান।

(সুবর্ণপুর। হরমণির বাটীর দ্বিতল বারন্দা)

হরমণির প্রবেশ।

হর। (স্বগতঃ) এখন করি কি! আমারত এই বুড়বয়েস। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে; ছেলে পুলেও হয়নি যে এনে খাওয়াবে। একটী মেয়ে, সেই বা করে কি? এমন কিছু বিষয় আশয়ও নাই যে ভেঙ্গে আপনাদের খাওয়া পরা চালাই। এতদিন তো ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে এক রকম কষ্টে শ্রষ্টে চালালেম। ক্রমে তাওত শেষ হয়ে এল। এ কুকাজ করেই কি ঝকমারী করিছি। কি করে যে আপনাদের খাওয়া পরা চালাব তারই একটা উপায় দেখতে হল। পোড়া অদেষ্টে যে আরও কত আছে বলতে পারিনে! (চিন্তা ও দীর্ঘ নিশ্বাস) "সবেধন নীলমণি" এক মেয়ে, কাজে কাজে তাকে দিয়েই কার্য্য সম্পন্ন কত্তে হবে। মেয়েটীর বয়স ত সবে ১৪ বছর, আর বেশ লেখাপড়া শিখছে; এখন এমন একটী উপায় কত্তে হবে যাতে "শ্যামও না যায় কুলও রয়"। কৈ এমন উপায় কোথা? "ছেলে"—একটী স্কুলের ছেলে। এমন ছেলে পাই কোথা? বয়াটে ছেলে দ্বারা ও সব কাজ হবার যো নাই। সে বেটা দুদিন মজা মজা করেই দৌড় দেবে। আর তাদের হাত থেকে যে শীগ্গির

জল গলে তাতো বোধ হয় না। আমিত এই বারবেটা বয়াটের পাল্লায় পড়েই প্রাণে মজ্‌লেম্। উঃ! আর বেটীরা কি চতুর, বাবা! তাদের দলে ভিড়েই তো আমার এই অবস্থা, নইলে ভাবনা কি ছিল? বেটী কেমন মজা করে ফাঁকি দিয়ে, আমার দুকুল্ ভাসালে দেখ দেখি? সে সব মনে হলে পর এখন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর ও সব ভাবলে কি হবে? ছেলে পাই কোথা? বেচে গুছে একটী স্কুলের ছেলে জোগাড় কত্তে হবে। এমন ছেলে চাই, যার লেখাপড়ায় বেশ চাড়্ আছে—খুব্ ভাল ছেলে—বাপ্ মায়ের আদুরে হবে—বাপের বেশ ভাল চাকর বা জমিদারী থাকে—অথচ এ সাধ কখন পাইনি। হাঁ—এ বড় মন্দ মতলব নয়। তা বেলাও প্রায় চাটে বাজ্‌ল, এই বেলা একবার দাঁড়িয়ে একটী ছেলে পসন্দ করি।

নেপথ্য হইতে গান গাইতে গাইতে একজন
বাতুলের প্রবেশ।

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াখেমটা।

রাজার বাড়ী যাইগো আমার শিব পূজার বেলা হল।
যা বলে আজ বলুক রাজা, আল্‌তা পায়ের ধূয়ে গেল।
রাত দুপরে রোদের চোটে, পিপাসায় মোর কলজে ফাটে,
শূর্য্যদেব ঐ গেলেন পাটে, কুমুদিনী কেঁদে মল।
নলিনী চন্দ্রমা হেরে, মলয় মারুত ভরে,
নাচ্‌চে কোরক্ নেড়ে চেড়ে, ভোমরা গুণ উড়ে গেল।

দুঃখ রবি অস্ত গেল, সুখতম উদয় হল,
বিধবা সধবা হলো, সকল দুঃখ বিমোচিল।
বন্ধ্যানারী গর্ভবতী, সধবা বিষণ্ণ অতি,
বলে কেন প্রাণপতি, মম অগ্রে পলাইল।
বৈশাখেতে শীতে কাঁপে, গাঁজাখোর সব গাঁজা টেপে,
দোক্তা দেয় তায় চেপে চেপে, এক দমে সব ধূঁয়া হল।
রাম রাবণে যুদ্ধ হবে, প্যারী মরে ভেবে ভেবে,
পায়ে ধরা ফুরাইবে, লক্ষ্মণ যদি প্রাণ্ ত্যজিল।

(একজন পথিকের প্রবেশ)

প। তোমার গান তো বাপু! কিছু বুঝতে পাল্লেম না। ওয়ত কোন অর্থই নাই।

বা। কেন্ রে বেটা ভেড়ের ভেড়ে, গান্ শিখচিস্ নেড়ে চেড়ে,
বেলা গেল, সকাল হল, ডাক্‌চে কোকিল কুল,
আবার উড়ে যাবে, পাখা নেড়ে, দেখাবে গোকুল।
তখন যাবি কোথা এ রাত্তিরে গান্ শিখিতে আর ?
কে শেখাবে, কোথায় পাবে, সাগর হবি পার।
শেষে কি আগাধ জলে,জলের তলে,গিলবি বসে জল ?
বেলা হল শিব পুজার ফুল তুলবি ত চল্॥

প। তুমি কি পাগল ?

বা। পাগল ছাগল নইরে আমি, ভজন ভিখারী,
ভিক্ষাবৃত্তি নাহি করি, খুঁজি চরণ তরি।
নাহি পেলে তরি, কিসে বল্ তরি, এই ঘোর ভব বারি।

পথ ছাড়্ ত্বরা করে, রাজ্ বাড়ীতে যাই,
ঠাকুর আমার রাগ্ করিবেন, বেলা আর নাই।

প। কোন্ রাজার বাড়ী ? চলনা ঠাকুর দেখে আসি।

বা। একটী প্রজার নয় সে রাজা, জগতবাসীর রাজা,
খাজনা দিতে দেরি হলে, দেন না তিনি সাজা।
সে রাজ্যেতে চলরে ভাই, থাকবে মনের সুখে,
আর দিনে রেতে বলবে সদা, ববম্ ববম্ মুখে ;

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ ও প্রস্থান।

আয়রে তবে আমার সাথে, দ্রুত পদে যাই,
পা পুজিব বিল্বদলে ফুল তুলিগে যাই ॥

প। (স্বগতঃ) দেখেই আসি না কোথায় নিয়ে যায়।

[(রাজার বাড়ী যাইগো আমার শিবপূজার বেল হল—)
গাইতে২ অগ্রে২ বৈষ্ণবের ও পশ্চাৎ২
পথিকের প্রস্থান।]

হর। (স্বগত) ঐ যে ছেলেটী তখন গেল তাকেইত একটু গোচ্সই দেখলেম্! ছেলেটী বেশ্ নাদুস্ নুদুস্, দেখতেও বড় মন্দ নয়। ভাবে বোধ হল, বড় মানুষের ছেলে। আমাদের ডাইনীর মায়া, অসাধ্য ত কিছুই নাই। তা একবার কথা কইলেই, ওর নাড়ী নক্ষত্র জানতে পারব। যাই, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে। পেটের ধান্ধায় ঘুরিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুবর্ণপুর। হরমণির-বাটী।

হরমণির বাহির দরজা। হরমণির প্রবেশ।

হর। (স্বগতঃ) এই ত বেলা ১০টা বাজল। কৈ স্কুলের ছেলেরা যে এখন যাচ্চে না। যা হোক্, আজকেই এক রকম্ কত্তে হবে।

দুইজন বালকের প্রবেশ ও প্রস্থান।

এই এরা ত গেল, কৈ সে ছেলেটী কোথা?

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ ও হঠাৎ হোঁচট এবং হরমণি দ্রুত গমনে চন্দ্রকেতুর প্রতি।

বাবা আমার, ধন আমার, যাদু আমার, পায়ে নেগেচে বাবা? আহা! বাবাকে আমার কত নেগেচে গো।

চ। (সলাজে ও সনম্রে) না, আমার লাগে নি।

হর। হাঁ বাবা! তোমার নাম কি গা?

চ। শ্রীচন্দ্রকেতু ঘোষ।

হর। হাঁ বাবা! আমার বাপের নাম যে ঐ গা! তবে বাবা! তুমি আজ্ অবধি আমার বাপ্ হলে। কেমন বাবা? তা এসনা বাবা, এস এস, বাধা নেগেচে একটু বসে যাও।

চ। (মুচকে হেঁসে) আজ বেলা হোল। এখন স্কুলে যাই।

হর। আচ্ছা বাবা এস। কিন্তু স্কুল থেকে যাবার সময় এক এক বার্ আমার দিকে চেয়ে যেও।

চ। তবে আমি এখন চল্লেম্।

হর। এস বাবা এস। দেখ যেন ভুল না।

চ। না—

চন্দ্রকেতুর প্রস্থান।

হর। (স্বগত) আর যায় কোথা? ছেলে বেটার নামটা কি———চন্দরকেতু———তা নামটা মনে রাখা চাই, জানি কি, শেষে আবার পিস্তুত বাপের নাম্টা পর্য্যন্ত ভুলে যাব। বিকেলে ত আর একলা দাঁড়ান হবে না। মেয়েটাকে বেশ করে সাজিয়ে গুজিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে সঙ্গে করে দাঁড়াতে হবে। বলি, ছেলে বেটা একবার এ বাড়ীর (শ্রীপাঠের) মৌতাত পেলে কি আর ছাড়তে পারবে? ও সব কথায় আর কাজ কি? যাই একবার মেয়েটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখি গে।

প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

নলিনীর গৃহ।

পুস্তক হস্তে নলিনী উপবিষ্টা।

বাক্স হস্তে হরমণির প্রবেশ।

হর। হেঁ্যা—মা! তোমার মুখ্ খানি এমন শুকিয়ে গেছে কেন মা? এখন বুঝি জল টল্ খাওয়া হয়নি?

ন। না,-মা! আমি ঐ যে তখন খেলেম্।

হর। (বাক্স হইতে গহনা বাহির করিয়া) চুল বাঁধা হয়েছে?

ন। হয়েছে।

হর। তবে এই হাতের গুণ পর দেখি, আমি মতিরমালা ছড়াটা পরিয়ে দিই। (নলিনীর গহনাপরা ও হরমণি মালার ফিতা বাঁধা) সামনে ফের্ দিকি দেখি কেমন হোল। (দেখিয়া) দুর্ বেটী বালা হাতে দিতেও জানিস্ নে?

ন। যা বাপু! আমি ও সব জানিনে।

হর। এও জানিস্ নে? তবে আর কর্‌বি কি? আয় আমি দেখিয়ে দিই। বালা কি চুড়ীর ওপরে দেয়?

(হাত ধরিয়া বালা চুড়ীর নীচে দিয়া) দেখ্ দেখি কেমন দেখ্‌তে হল! সেই নতুন্ কাপড় খানা কোথা রেখেচিস্?

ন। ও ঘরে।

হর। নিয়ে এস গে। অমনি এক খানা আল্‌তা আর জাঁতিতে করে একটু খয়ের গুলে নিয়ে আসিস্।

নলিনীর প্রস্থান।

হর। এখন করি কি, মেয়েটাকে কি সব ভেঙ্গে চুরে বলব?—না—তা হবে না। ছেলে মানুষ, কিছুই এর ভাব বুঝতে পারবে না। আবল্ থাবল্ ভাববে আর শেষে হিতে বিপরীত করে বস্‌বে। তা হলেই ত গেছি। "তাঁতি কুলও যাবে বষ্ণম কুলও যাবে।" উঃ! হুঁঃ! তা করা হবে না। গুটী কতক্ কেবল কাজের কথা শিখিয়ে রাখি। শেষে ত সব টের্ পাবেই, এখন বলা মিছে। মেয়েটা যে বড় দেরি কত্তে লাগল। বলি- ও—

মলিন, তুই যে বাগের মাসী হলি দেখচি। কাপড় চাপা পড়্‌লি না কি? এমন দুরন্ত মেয়েও দেখিনি।

ম। (নেপথ্যে) যাচ্চি গো যাচ্চি। এই খয়েরটা গুলে নিয়ে যাই।

হর। আয় বাছা, শীগ্‌গির আয়। বেলা গেল, আমার এখন অনেক কাজ্ আছে। তবে এই বেলা একবার মল্লিকেকে ডেকে পয়সা কতকের জলখাবার আনিয়ে রাখি। মল্লিকে— মল্লিকে একবার এদিকে আয় ত।

ম। (নেপথ্যে) কেন ডাকুচ গা মা ঠাক্‌রুণ? এই যাই।

হাত মুছিতে২ মল্লিকের প্রবেশ।

হর। বলি—এই পয়সা কতকের জল খাবার আন দেখি।

ম। কি দিবে দাও।

হর। আমার ঘরে গদীর নিচে দু আনার পয়সা আছে নিয়ে আয়।

ম। কোন্ দিকে আছে?

হর। মাতার দিকে।

ম। এই আমার আঁচোলের খোঁটে—দু আনার পয়সা আছে এখন নাও, তারপর নোব তখন।

হর। কৈ? তবে দে।

ম। এই নাও।

(পয়সা প্রদান।)

হর। দেখ্ ঐ মোড়ের মাতার ভাল দোকান থেকে দু

পয়সার লুচি। (দুই পয়সা প্রদান) এক পয়সার কচুরি (এক পয়সা প্রদান) দু পয়সার মনোহরা (দুই পয়সা প্রদান) দু পয়সার বরফি (দু পয়সা প্রদান) আর কি ভাল পাওয়া যায়?

ম। আজ সকালে বেশ ভাল মুগের নাড়ু ওয়ের কত্তে দেখে ছিলাম্।

হর। আচ্ছা তাই এক পয়সার আনিস্ (এক পয়সা প্রদান) যা শীগ্‌গির নিয়ে এসে আমার ঘরে রাক্‌গে যা। আমি যাচ্চি।

মল্লিকের প্রস্থান।

নলিনীর কাঁদে কাপড়, এক হাতে আলতা ও পানের বোঁটা এবং অপর হস্তে জাঁতি ধরিয়া থয়ের গুলিতে২ প্রবেশ।

হর। এসেছিস্ আয়, টিপ পরিয়ে দিই। (টিপ্ পরান) কাপড় খানা ভাল করে পর দেখি, (নলিনীর অন্তরালে প্রস্থান ও কাপড় পরা) ও হল না। ফেত্তা দিয়ে পর।

ন। না বাপু, ছিঃ! আমি তা পোরবো না।

হর। তবে তুই যা জানিস কর। দুর ছাই, কথায় কথায় ঠোঁটে আলতা দিয়ে দিতেও ভুলে গেছি। আচ্ছা তুই বস্। আমি একটা জিনিস্ নিয়ে আসি।

হরমণির প্রস্থান।

ন। (স্বগতঃ) এ আবার কি? এ তো যে রকম প্রলো-ভনের কথা শুনে ছিলেম্‌ তাই বোধ হচ্ছে। মা আমায় এমন করে গহনা গাটী পরিয়ে সাজাচ্চে গোজাচ্চে কেন? কোথাও নিয়ে যাবে নাকি?—না—আচ্ছা মাকে একবার জিজ্ঞাসাই করি না। মা-মা-ওমা! কি কচ্চিস্‌ গা?

হর। (নেপথ্যে) দাঁড়ানা, যাচ্চি।

ন। আয়্‌ বাপু, শীগ্‌গির আয়্‌।

আরসী ও এক কৌটা পাউডার হস্তে

হরমণির প্রবেশ।

হর। কেন? কি হয়েছে? ডাক্‌ছিলি কেন?

ন। তুমি যে দেরি কচ্ছিলে। হ্যাঁ মা! আজ্‌ আমাকে এমন করে গয়না গাটী পরিয়ে সাজাচ্চ কেন গা? আজ কি কোথাও নিমন্ত্রণ আছে?

হর। (সহাস্যে) আজ্‌ তোর্‌ এক ঠাকুর্‌ দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে দোব। কেমন বিয়ে কর্‌বি ত?

ন। দুর—

হর। কেন? আমি ত বেশ কথাই বলিছি, দেখিস্‌ দেখি কেমন বর।

ন। যা——

হর। আয়্‌ আর্‌ আর নেকুরা করিস্‌ নে। তোর বুড় আহ্লাদ আর ভাল লাগে না। নে এই আরসী খানা নিয়ে আল্‌তা গুলে ঠোঁটে দে।

(নলিনীর ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া)

আয়্ দেখি তোর মুখে এক জিনিস্ দিয়ে দিই।

ন। কি গা? কি জিনিস?.

হর। এ এক নতুন্ জিনিস্—পোঁডর—

ন। ও আবার কি?

হর। এই দেখনা কি দিই।

(পাউডার দান।)

ন। দুর্; এ খড়ীর মত কি দিয়ে আমায় সং সাজাচ্চিস্?

হর। আরসী ধরে দেখ্ দেকি কেমন দেখাচ্চে।

ন। (আরসীতে দেখিয়া) ওমা! এ যে বেশ গা?

হর। তবে যে বল্‌ছিলি খড়ীর গুঁড়?

ন। কি না বল্‌তে চেয়ে ছিলে বলনা।

হর। এই বলছিলেম্ কি (ক্ষণেক চিন্তার পর) আমার সঙ্গে দরজায় দাঁড়াবি, তার পর একটী ছেলে আসবে, যাকে আমি বাবা বলে ডাক্‌ব আর তোকে নাত্‌নি বলে দেখিয়ে দোব, সে যখন বলবে আমি যাই—তখন তাকে ছেদ্দা ভক্তি করে খুব্ আদুরের মতন ঠাকুর দাদা বলে বাড়ী আস্‌বার জন্য জেদ্ কর্‌বি। তার পর যদি সে বাড়ীতে আসে তা হলে কাছে বসে গায়ে টায়ে হাত বুলুবি, খুব্ আদর্ অভ্যর্থনা করবি। আর আমি জল খাবার দিলে যদি না খেতে চায়্—

ন। আমি বাপু এত বার সত্তর মনে রাখতে পারব না।

এখন যাই বাপু, ঢের পড়া আছে, আমায় আবার পড়া করতে হবে।

হর। (স্বগতঃ) পড়ে তো থাল্ থলি রোজগার কর্‌বি।—(প্রকাশ্যে) না হয় একটু পরেই পোড়ো। যা বলি শোন না মা। যদি না খেতে চায় তবে রেকাব্ থেকে একটি মনহরা তুলে তার গালে গুঁজে দিবি। আর খাবার জন্য খুব্ পেড়া পিড়ী কর্‌বি। তাতেও যদি না খায় তা হলে আর বড় জেদ্ করিস্ নে।

ন। কেন গা মা! তাকে আমি অমন্ করব কেন?

হর। ওরে! সে খুব্ বড় মানুষের ছেলে, দুদিন একদিন এখানে এলেই তোকে কত গহনা দেবে দেখ্‌তে পাবি।

ন। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে স্বগতঃ) কি অসঙ্গত! কি ভয়ানক উক্তি—,কিছু বলব? না—মা! দেখি কি পর্য্যন্ত হয়ে উঠে।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুবর্ণপুর—কৃষ্ণকিশোর বাবুর বৈঠক খানা)

কৃষ্ণকিশোর বাবু, দীন বাবু ও
মহেশ ভট্টাচার্য্য

ম। আজ্ঞা হ্যাঁ, যা বল্‌ছেন্ তা সত্য বটে। ছেলেটীও বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে। আর ঘটক্ মহাশয় যে মেয়েটীর কথা বল্লেন্, সেটি আমার দেখা আছে। অতি উত্তম মেয়ে। আর সেই মেয়েটীর পিতাও অতি অমায়িক লোক। যেন মাটীর মানুষ। (স্বগতঃ) ভাল হোক্ না হোক্ বয়ে গেল, এখন আমার কিছু পট্‌লে হয়।

কৃ। দেখুন্ ভট্টাচার্য্য মশায়!—আমি—ছেলেটার জন্য বড় ভাবিত আছি। বিশেষ আজ্ কাল্ কালের গতিক্ যে রকম্ পড়েছে তাতে আর ওদের উপর বিশ্বাস নাই।

দী। কেন?

কৃ। দীন বাবু! আপনি বুঝ্‌ছেন্ না। ছেলে বেটারা দুপাত ইংরাজী পড়েই বাবু হয়ে পড়বে, আর বলে বসবে আমি বিবাহ কর্‌ব না। "বাল্য বিবাহ মহা পাপ" ইত্যাদি বার সতর নানা কথা উপস্থিত কর্‌বে।

ম। হাঁ আজ কাল্‌কার ছেলেরা সব ঐ রকমই হয়ে পড়েছে। আপনি বুঝি ও পাড়ার রামকমল্‌ বাবুর কথা শোনেন্‌ নাই?

কৃ। কৈ? না—তাতো কিছু শোনা যায়্‌নি।

ম। বলেন্‌ কি মশায়? সে কথা দেশ ব্যাপ্ত হয়ে গেছে যে। রামকমল্‌ বাবু অতি ধার্ম্মিক্‌ লোক। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর বড় ভক্তি। ত্রিসন্ধ্যা ব্যতীত জল গ্রহণ করেন না। দান অজস্র। প্রাতঃকালে যাঁর নাম কল্লে সুপ্রভাত হয়, তাঁর বেটা—কিনা—সেই—তার নামটা ভুলে যাচ্চি। বেশ্‌ লেখা পড়া শিখ্‌লে, দুই তিনটী উপাধী প্রাপ্ত হল। বলতে কি—তাকে আমরা রত্ন বিশেষ জ্ঞান কত্তেম্‌। শেষে বললে্‌ কি,—না "আমি বিবাহ করব না।"

কৃ। না করবার্‌ কিছু কারণ টারণ দেখিয়ে ছিল?

ম। একেবারে করব না এমন বলে নাই, বলে আমি "হিন্দুমতে বিবাহ করব না—"

দী। বলেন্‌ কি ভট্টাচার্য্য মশায়? তবে কি সে খৃষ্টান হয়েছিল নাকি?

ম। না, না, তা হয়নি। কিন্তু গতিকটা সেই রকম্‌। ও সেই ছেলে ধরাদের পাল্লায় পড়েছিল।

কৃ। কোন্‌ ছেলে ধরা?

ম। ও মশায়—কলকাতায়—না কোথায়, কতক্‌ গুলি লোক একত্র হয়ে আমাদের সনাতন্‌ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে—আচ্ছা কৃষ্ণবাবু! এর চেয়ে উত্তম ধর্ম্ম কি আর আছে—?

কৃ। রাম বল। আহা! মহাপ্রভুর কি অপূর্ব্ব লীলা! বলিহারী যাই!

ম। সাধু, সাধু,। হ্যাঁ কি বল্ ছিলেম্—একটা নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করেছে। বেটারাত তরি রাখলে না যে লোকে পার হয়ে বাঁচে। তারণ তরি, চরণ তরি,—সকল তরিই ইজেরা করে ফেলেছে। আর যত বাঙ্গাল,—বাঙ্গালের মেয়ে, যাদের তিন্ কুলে কেউ বংশে বাতি দিতে নাই, তাদেরকেই সেই তরিতে পার কচ্চেন্। মেয়ে গুণকে দুখান্ এক খান্ বই পড়িয়েই কি—ছাই—"বেম্নিকা" নাকি একটা নাম দিয়ে বিক্রয় কত্তে আরম্ভ করেছে। আজ কাল্ কার্ মহাপুরুষরা ঐ সেই নাম শুনেই খেপে উঠেন।—মশায়!—বল্লে না প্রত্যয় যাবেন্, বেটীদের যে রূপ, তার আর কথায় কাজ কি; যেন রূপের ধুচুনি। তার পর মশাই! রাম কমল্ বাবুর পুত্র একটা সেই বিবাহ কত্তেই প্রস্তুত। বৃদ্ধত শুনেই আকুল। চক্ষের জলে বুক্ ভেসে যেতে লাগ্‌ল। ছেলে বেটাকে কত বোঝালেম্। কিছুতেইত নরম্ হল না। আর আজ কাল্ কার ছেলেগুণ সবই ঐ দলে যাবার লক্ষণ হয়েছে।

কৃ। হ্যাঁ আপনি যা বলচেন তা সত্য বটে, কিন্তু সেটি বড় শক্ত কথা। না—ছেলেটাকে আর বেশি দিন রাখা হবেনা। বাড়ীতেও আমাকে এবিষয়ের জন্য জেদ্ করেছিল। দীন বাবু! কি বলেন?—দেওয়া কি উচিত বিবেচনা হয়?

দী। অবশ্য, অতি শীঘ্রই দেওয়া উচিত।

কৃ। আর আমারত এই বৃদ্ধাবস্থা। কদিনই বা বাঁচ্‌ব। তা নাতি পুতির মুখ দেখে মত্তে পাল্লেও অনেকটা সুখী হওয়া যায়।

নী। (উঠিয়া) আমি এখন চল্লেম্। একটু বিশেষ আবশ্যক আছে।

ম। চলনা—এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।

কৃ। চল্লেন্। তবে আমিও একবার বাড়ীর ভিতর যাই (হস্ত তুলিয়া) প্রাতঃপ্রণাম।

ম। (হস্ততুলিয়া) প্রাতঃজয়স্ত)

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সুবর্ণপুর। হরমণির বাহির দরজা।)

হরমণি ও সুবেশা নলিনী দণ্ডায়মানা।

হর। (অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ দেখ্ তোর বর আস্‌ছে, কেমন বর দেখ্ দিকি।

ন। (স্বগতঃ) এ ত দেখচি উপযুক্ত বর, কিন্তু বিধাতা কি সহজে এ আশা পূর্ণ করবেন ?—না, সে আশা করব না, অভাগিনীর পক্ষে সে আশা দুরাশা মাত্র। এঁকে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে বোধ হচ্ছে. কিন্তু—

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

হর। কি বাবা! এসেচ? এস। বাবা! এইটী তোমার নাতনী। ওমা নলিন! তোর ঠাকুর দাদাকে একবার ডাক্ না। ডেকে

নিয়ে ঘরে বসাগে যা। (জনান্তিকে নলিনীর প্রতি) হাত ধরে নিয়ে যা না।

ন। (ঈষদ্ধাস্যে) ঠাকুর দাদা! একবার বাড়ীর ভেতর এস না—

চ। না আর——

হর। ওমা—কেমন ঠাকুরদাদা গো। নাতনী ডাকচে, একবার বাড়ীর ভিতর যাওনা বাবা! নলিন্ তুই হাত ধরে নিয়ে যা না, যাবেন্ বৈকি, চল বাবা চল।

নলিনী কর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুর হস্ত ধারণ, চন্দ্রকেতু ও নলিনীর হাস্য এবং সকলের বাড়ীর ভিতর গমন।

পট পরিবর্ত্তন।

নলিনীর গৃহ।

চন্দ্রকেতু উপবিষ্ট ও নলিনী চন্দ্রকেতুর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

হরমণির প্রবেশ।

হর। হ্যাঁ বাবা! তোমাদের বাড়ী কোথা গা?

চ। ঐ ঘোষ পাড়ায়।

হর। তোমরা কয় ভাই?

চ। আমি একলা, আর আমার ভাই টাই নাই।

হর। তোমার ঠাকুরের বিষয় কর্ম্ম কি?

চ। বাবা, কলকাতার কোন্ আপিসের মুচ্ছুদ্দি।

হর। খালি চাকরী? না জমিদারী টমিদারী আছে?

চ। সম্প্রতি তিনি একটা কি গ্রাম কিনেছেন্। আর কলকাতায় ধর্ম্মতলাতে খান্ চার বাড়ী আছে তা থেকেও মাসে ৫০০ টাকা ভাড়া আসে।

হর। তবে নলিন্ আমার, বড় মানুষের নাত্নি? হ্যাঁ বাবা! তোমার বিয়ে হয়েছে কি?

চ। না—

ন। (স্বগত) অবিবাহিত বড় মানুষের ছেলে! ছেলে মানুষ! বিবাহ হয়নি! অবিবাহিত—অবিবাহিত—আমার বিশেষ যত্নের ধন; যত্নের দ্বারা কি পাব? আশা কি ফলবতী হবে? হতেও পারে; বিধাতা সদয় হলে কিছুরি আশ্চর্য্য নাই।

চ। (পুস্তক হস্তে উঠিয়া) তবে আমি—

হর। সে কি বাবা! একটু বস, বস। একটু মিষ্টি মুখ কর তবে ত যাবে। নইলে নলিন তো তোমায় ছেড়ে দেবে না।

হরমণির প্রস্থান।

চ। (উপবেশন) না—আমি আর এখন কিছু—

ন। না ঠাকুর দাদা তা হবে না। আমি তো ছাড়ব না। (চন্দ্রকেতুর হস্ত হইতে পুস্তক গ্রহণ) খাবে তবে বই দোব; নইলে তো বই দোব না। ওমা শীগ্গির এসনা গা। ইনি যে আর বস্তে চান্ না।

জল খাবার লইয়া হরমণির প্রবেশ।

হর। খাও বাবা, একটু জল খাও। গরিব নাত্নি ধীর ননি পাবে কোথা বাছা?

চ। (সলাজে) না—

ন। না ঠাকুর দাদা তা হবে না। আপনাকে খেতেই হবে।

(রেকাব হইতে একটী মনোহরা তুলিয়া চন্দ্রকেতুর মুখে প্রদান)।

চ। (সহাস্যে গ্রহণ) তুমি তো আচ্ছা পাগল ? আর না—

হর। সে কি বাবা ! নাত্‌নির কাছেও কি লজ্জা কত্তে হয় ?

চ। (বরফি খাওয়া ও হস্ত ধাবন)

হরমণির প্রস্থান।

ন। (কৌটা হইতে পান্ লইয়া একটী চন্দ্রকেতুর মুখে ও আর একটী হাতে দিয়া শিক্ষামত পার্শ্বে পতন) আপনি কবে আসবেন বলুন ?

চ। (হস্তস্থিত পান্ নলিনীর মুখে দিয়া) আমি ফের কালই আস্‌ব।

ন। (সতৃষ্ণ নয়নে চন্দ্রকেতুর মুখের দিকে চাহিয়া) না আপনি সত্য করে বলুন ?

চ। কেন ? আমি তো বল্‌চি কালই আস্‌ব। সত্য সত্যই আস্‌ব।

ন। তিন সত্য করুন।

চ। তিন সত্য কল্লে কি সন্তুষ্ট হও।

ন। আসবেন ?

চ। আস্‌ব।

ন। আসবেন ?

চ। আস্‌ব।

ন। আসবেন?

চ। আস্‌ব।

ন। আচ্ছা দেখবো আপনি কেমন আমাকে ভাল বাসেন, তিন সত্য করেছেন, না এলে কিছু আপনারি পাপ হবে, আমার কি—

চ। (সহাস্যে) অমন পাগলের মত বক্‌চ কেন? যখন বলেছি, তখন নিশ্চয়ই আস্‌ব। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) বেলা গেল, আমি এখন চল্লেম।

হরমণির প্রবেশ।

চ। (উঠিয়া) তবে আমি চল্লেম। অনেক বেলা গেছে। আবার বাড়িতে কিছু মনে করবে।

হর। এস বাবা, আর বস্‌তে বল্‌তে পারিনে। দেখ বাবা! নলিনকে কিন্তু তোমার হাতে সঁপে দিলেম। এখন এর ভাল মন্দ তুমিই জান। বল্‌তে কি বাবা, তোমার নাম শুনে অবধি ও যেন কেমন ভর হয়ে গেছে।

ন। (জনান্তিকে চন্দ্রকেতুর প্রতি) কাল আসবেন তো?

চ। (জনান্তিকে নলিনীর প্রতি) আসব বৈকি, কাল আরও একটু সকাল সকাল আস্‌ব।

নলিনীর ও চন্দ্রকেতুর প্রস্থান।

হর। (স্বগত) যা হোক এক রকম কাজ গুচন গেছে। কথা বাত্রার ভাবটা বড় মন্দ দেখলেম না। আর নলিনকে যেন ওর উপর মন ঝোঁকা মন ঝোঁকা বোধ হল। কিন্তু নলিনীকে অত ঝুঁকতে দেওয়া হবে না! পরস্পরের এক দৃষ্টে চাওয়া,

দাড়ী ধরা, কটাক্ষপাত, এতে দুজনেরই স্পষ্ট প্রণয়ের লক্ষণ জানতে পারা গেল। তা আমাদের মদ্দা কথা কথির, জো সো করে তাই বের কত্তে পাল্লেই ভাল। নইলে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা বৈতনয়। বেটা যখন এ বাড়ীর মৌতাত পেয়েছে তখন যে শীগ্‌গির ছাড়ে তাতো বোধ হয় না। তবে কি হয় বল্‌তে পারি না। যাই হোক, একবার তো বেয়ে চেয়ে দেখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় এসে মরে!

হরমণির প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুরত কুমারীর গৃহ।

সারেংওয়ালা ওস্তাদ ও সুরত কুমারী।

হরেন্দ্রকৃষ্ণ ও তরু বাবু আসীন।

হ। I say (আইসে) তরু বাবু! তুমি যে বড় গোঁ হয়ে বসে রয়েচ? ব্যাপার খানা কি?

ত। আর বাবা! দেখচ কি? শনিবারের বাজার, ফাঁক।

হ। ফাঁক কি হে?

ত। কেন? বলতে লজ্জা করে না? এই ছুটোর সময় আপিস থেকে এসে অবধি এখন কি না বাবা সাদা চক্ষে বসে বসে গুড়ুক ফোঁকা যাচ্চে। আরে ছিঃ! বাবা। এখন সুরোর বাড়ী যার চরণ ধূলি পড়ল না এও কি সামান্য দুঃখের কথা?

হ। তুমি কি আমায় এমনি বে রসিক পেলে হে? আমি কি কখন বিনা সম্বলে পথ চলি? তুমি আমার friend (ফ্রেণ্ড) হয়ে মদের জন্য ভাবচ? fie to you (ফাই টু ইউ) আচ্ছা আর একটু wait (ওয়েট) কর। হরিবোল এল বলে। তার পর দেখা যাবে কত খেতে পার।

(নেপথ্যে) হরিবোল, হরিবোল।

ঐ হে! বেটা এসেছে। তরু বাবু ডাক তো ভাই।

ত। (উচ্চৈস্বরে) ব্রজ—ব্রজ—

ব্র। যাই মশাই (নেপথ্যে)

ব্রজর প্রবেশ।

সু। ওহে বৃজনাথ! তুমি অনেক দিন বাঁচবে। বাবুরা এই মাত্র তোমার নাম কচ্ছিলেন্।

ব্র। সত্তি নাকি? তা করবেন্ বৈকি। ওন্‌রা করবেন্ নাত করবে কে? আমার কাছে যে ওঁদের নাড়ীর টান। জানত বাবা! যে কান টানলেই মাতা আসে।

হ। দেখ্ বেজা তুই বড় বাড়িয়েচিস্। উনি আবার নস্ কে হয়েছেন। যা যাঃ শীগ্‌গির এক বোতল Brandy আর এক বোতল (Beer) বিয়া রনিয়ে আয়। যা দেরি করিস নে। বাবু বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

ব্র। আর বিবি সাহেবের জন্য?

সু। আ মর্ পোড়ার মুখ। আর বুঝি মরবার জায়গা পেলি না?

হ। যাওনা বাবা! আর কেন? ঢের হয়েছে।

ব্রজর প্রস্থান।

কেমন তরু বাবু! হোল ত? আর কিছু চাইনে?

ত। quite sufficient

হ। (হস্ত বাড়াইয়া) Give your hand.

ত। (হস্ত বাড়াইয়া) Thanks. সুরত! একঠো হিন্দি লাগাও। (ওস্তাদজির প্রতি) লাগাও জি লাগাও।

সু। আমি গাইতে পারিনে।

ত। বেয়ে চেয়ে দেখনা বাবা! বলো যে, সাদাচোকে পারব না—

সু। তুমি যে নাছোড়বান্দা দেখচি। একান্তই না ছাড় তো নাচার—

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

কাহেকো জাগায়ে সারি রাত
(রাতি হো)
ভেলা বারি নিদিয়া,
কাহেকো জাগায়ে সারি রাত
(রাতি হো)
এতেনা কহাত নে,
মানুকা নাক পিয়া রে,
দে যৌবন পর হাত
(হাতি রে)

ব্রজর প্রবেশ।

হ। ব্রজ! বোতল দুট এই খানে রাখ।

ব্র। আর কিছু দরকার নাই?

ত। না—(ওস্তাদজির প্রতি) পালাও বাবা—

সারেংওয়ালা ও ব্রজর প্রস্থান।

হ। ওহে একবার সন্নকে ডাক না —

সু। ডাকি সন্ন — ও — সন্ন —

স। (নেপথ্যে) যাই —

সন্নর প্রবেশ।

স। কেনগা বাবু।

ত। cork screw, wineglass আর এক glass জল দিয়ে যাও।

স্বর্ণর প্রস্থান ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য লইয়া পুনঃ প্রবেশ এবং প্রদান পূর্ব্বক পুনঃপ্রস্থান।

হ। (বোতল গ্রহণ, corkscrew দ্বারা ছিপি উত্তোলন ও গেলাসে ঢালন পূর্ব্বক) তরু বাবু নাও ভাই।

ত। সে কি হে? আগে শ্রীমুখের ভোগ দাও তবে তো আমরা প্রসাদ পাব।

সু। সে কি ভাই তরু বাবু! তোমরা আগে না খেলে কি আমরা খেতে পারি। এই জাননা :—

পুরুষের এঁটো পাতে, খায় যদি প্রমদাতে,
হয় তায় কত সুখোদয়।
প্রসাদ অমৃত প্রায়, লাগে যেন রসনায়,
অরুচির নবরুচি হয়॥
প্রণয় পীযুষ রস, অভিমানে করে বশ,
মানিনীর মান ভাঙ্গে তায়।
পঞ্চামৃত পানে যথা, ফুল্ল গর্ভবতী লতা,
ততোধিক সুখ এতে পায়॥

পরিণয় রাত্র হতে, এ বন্ধন বিধিমতে,
বর্ত্তে আসি অবলা বালায়।
সে অবধি অবলার, নাহি থাকে অধিকার,
পাইতে প্রথম পাত্র আর।

তবে কেন ভাই আর আমাকে জেদ কর ?

ত। না বাবা আমায় মাপ কর! (ভূমিষ্ট হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) আমার বাট হয়েছে, আমার বাবার ঘাট হয়েছে। আমি তো বাবা আর জান নই যে জানব। চিরকালই তো জানি লোকে পুঁথিএঁড়ে নেয়। কিন্তু আজ জানলেম যে স্বরস্বতী বেটী পুঁথিফেলে নেয়। বাস্তবিক বলচি, এতদিন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মেয়ে মানুষেরা কোন পুরুষে লেখা পড়া জানে না। দাও ভাই, বাপের সুপুত্র হয়ে খেয়ে ফেলি। your Sooro's good health (মদ্যপান)

খোল বাজাইতে২ একজন বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈ। গৌর নামে কত গুণ কেউ ত ভবে জানলে না।
যাঁরে ভাবলে পরে কোন কালে শমন ভয় আর রবেনা॥
(ওমন) শমন ভয় আর রবেনা—

হ। তরুবাবু! ও বেটা বলে কিহে? বলি ওহে তিলকধারী! চাও কি? মদটদ খাবে?

বৈ। না বাবু, আমি মদ টদ খাবনা, তবে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রত্যাশী। (স্বগতঃ) পটে ত বুঝি—

ত। ওহে তোমার এমন শরীর, কাণা খোঁড়া নও, দেখতে এমন সণ্ডা মার্ক, বেশ চাকরী করে খেতে পার, মিছে কেন

লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্চ? আজ কাল আর গৌর নামে কিছু পটে না বাবা।

বৈ। চাকরী ত কত্তে পারি, জানি, কিন্তু দেয় কে?

ত। তুমি কি কাজ জান?

বৈ। জানিনে হেন কাজই নাই তবে ঘোটে ওটে না।

হ। তুমি লেখা পড়া জান? ঐ খানে বস।

বৈ। (বসিয়া) মশাই (কপাল চাপড়াইয়া) দুঃখের কথা কন কেন? যদি এত দিন লেখা পড়া শিখ্‌তেম, তা হলে কি আর কাজের জন্য ভাবতে হত, না আমি এই ঝুলি ঘাড়ে করে বেড়াতেম। বাবা তো আমায় বলেই ছিলেন যে তুই যদি বানান গুণ সব ভাল করে পড়তে পারিস, তা হলে তোকে আমি লাট গবর্ণর করে দোব। আমার কপালে তো সে সুখ নাই; আমি ছেলেবেলা গুরুমশায়ের পাঠশালে এক বৎসর পড়ি। শিশুবোধের দু তিন পাত পড়্‌তে পাত্তেম। এক দিন পাঠশাল থেকে এসে বই রেখে দিছি। তার পর দেখিনা কে তার ওপর একটা কাঁচকলা পুড়িয়ে রেখে গেছে। বাবা তো তাই দেখিই বল্লেন, তোর কি আর কিছু হবে, এই দেখ তোর বিদ্যার কলা পোড়া। আমিও সেই পর্য্যন্ত লেখা পড়ায় ইস্তবা দিলেম।

হ। তবে তো তুমি খুব বিদ্যান?

বৈ। তা বৈকি। আমার সঙ্গে যারা পড়েছিল তারা আজ কাল জজ মেজিষ্ট্রেট হয়ে পড়েছে।

ত তোমার পাগলের ছিটটিট আছে বল্‌তে পার?

বৈ কতক কতক।

স্থ। বলি ও বৈষ্ণবঠাকুর! গানটান আসে?

বৈ। পারি বৈকি, শুনবেন?

গৌর দেখবি যদি আয়
(ও সেই) সোণার বরণ, জগততারণ, পিঁজরে ভেঙ্গে উড়ে যায়।
(ও তার) এমনি নামের গুণ, ভজলে পরে, জগত তরে
হাত বাড়ায়ে চন্দ্র পায়॥
(ও তার) মাসতুত জামাই, কানাই আর বলাই, বাজিয়ে বাঁশী,
কুলের বধূ লয়ে কদমতলায় যায়॥

ত। বলি ও কি হোল। কানাই গৌরের জামাই কিসে?

বৈ। আপনার শাস্ত্রজ্ঞান তো খুব দেখচি। এও জানেন না যে ত্রেতাযুগে গৌরের এক মাসতুত মেয়ে ছিল। তার সঙ্গে কানাইয়ের বিয়ে হয়। তা হলে গৌরের জামাই হোল না?

ত। তোমার সকল কথাতেই যে "তুত" দেখতে পাই।

বৈ। দেবচরিত্র বোঝে কে?

ত। আচ্ছা তাই যেন হোল, বলাই কি কল্লে?

বৈ। ভায়ের ভাই।

হ। মন্দ নয়। ওহে তরু বাবু ওসব কথা ছেড়ে দাও। (বৈষ্ণবের প্রতি) মদ টদ খেতে পার?

বৈ। হাঁ জিনিসটা ভাল বটে, কিন্তু কাঁচা গোল্লার কাছে নয়।

ত। (গেলাসে মদ ঢালিয়া) দেখ দেখি এটা কি চিন্তে পার?

বৈ। (গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগতঃ) হাঁ এটা তাই বটে (চতুর্দ্দিকে অবলোকনান্তর পান)

ত। (জনান্তিকে হরেন্দ্রের প্রতি) বেটাকে এক বার খেপান যাক্! (প্রকাশ্যে) ওহে তোমার টিকিটা বেচ্‌বে ?

বৈ। (সক্রোধে) কি-ইইই, বে-এ-এ-এ-টা বে-এ-এ-ল্লিক—চৈ ঐ-ঐ-ঐ তন ফ-অ-অ-অ ক্কা—বি ই-ই-ই ক্রি ?

ত। বাবা! গোলযোগ কর্‌বে তো এখনি মজা দেখবে।

বৈ। অমনি—না—আ—আ—কি

ত। এক টাকা।

বৈ। তো—ও ও ও—র—অম—অ অ অ ন টা—আ—আ আ কায় ই—ই—ই—য়ে—ক—অ অ অ রে দিই।

ত। তবে রে বেটা? মদ খেয়েচিস্ সকলকে বলে দোব।

বৈ। (শুষ্কমুখে) আমি গরিব মানুষ বাবা ঐ কাজটী করনা। কত দেবে বল। (স্বগতঃ) না হয় গিয়ে নেড়া হয়ে আর একটা টিকি রাখবো; টিকি গেল তো বয়ে গেল, টাকা তো পেলেম।

ত। এক টাকা আর কত।

বৈ। (মস্তকে হাত দিয়া) এত বড়! এক টাকায়।

ত। আচ্ছা দু টাকা

বৈ। নগদ দেবে তো?

ত। না বাবা এক টাকা ধার।

বৈ। তবে রোস আমি একবার বাইরে থেকে আসি।

ত। আমর্ বেটা? বাইরে থেকে আসি কি বল্?

হ। যা বেটা শীগ্‌গির আসিস্ দেখিস যেন পালাসনে।

বৈ। (যাইতেং স্বগতঃ) বাঁচলেম বাবা, ঘাম দিয়ে

জ্বর ছাড়ল, গুরু রক্ষা করলেন। বেটারা মদ নিয়ে যেন বৃষ উচ্ছুগ্‌গু ব্যাপার করে বসেছে। এখনই আমায় বধ করেছিল। গৌর বল মন—　　　　প্রস্থান॥

ত। ওরে বেটা আয় না!

সু। তরু বাবু! তুমি আচ্ছা পাগল যাহোক্।

ত। যাক্ যাক্ ওসব কথা ছেড়ে দাও। হরেন্দ্রবাবু এস ভাই খাওয়া যাক্। (সকলের মদ্যপান)

ত। হরেন্দ্রবাবু আমরা যে এত মদ খাই, তা এ কি উচিত?

ত। দু শ বার উচিত, খুব উচিত। এতে আবার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। মদ খাবে না তো খাবে কি? যত পার্ব্বে তত খাবে! কুঁচকীকণ্ঠা ভরে খাবে! এ যদি উচিতই না হবে! তবে দেশের সভ্য মাত্রেরই ইহা গ্রহণ করবার আবশ্যকতা কি? তাহারা কি সকলেই মূর্খ? দেশে, দেশে, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সুরাপাননিবারিণী সভা সত্বেও, তাহাদের মদ্যপানের কারণ কি? ইহা দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এ দ্বারা আমরা এত উপকার প্রাপ্ত হই, যে প্রকৃত পরম বন্ধু হইতেও তাহা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

হ। কৈ ভাই আমি তো এ দ্বারা কিছুই উপকার দেখতে পাইনু। উপকারের মধ্যে কেবল জ্বর, পিলে, যকৃৎ রক্তামাশা স্বাশ কাশ, আর দুঃখের মধ্যে এই যে কেবল বদনাম কেনা!

"ঘরের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাল"
আমি তো ভাই কেবল এক উপকার দেখতে পাই যে "খাই আর শুই"

ত। Hallo তুমি যে এমন কুষ্মাণ্ড তা আমি জানতেম না! সুরার প্রকৃত গুণানুসন্ধানে কি তুমি একেবারে বঞ্চিত? সুরার ন্যায় মহোপকারী বস্তু কি পৃথিবীতে আর আছে! বিশেষতঃ ভারতবাসীদিগের পক্ষে। সুরাদেবী আর এই হতভাগ্য,—জনম-দুঃখী,—পরাধীন,—চিরদাস ভারতসন্তানদিগের দুঃখ দেখিতে অক্ষম। যাঁহার প্রসাদ এতকাল অবধি এই পরম পবিত্র আর্য্য-বংশীয় পূজ্যপাদ,—পুণ্যাত্মা তাপসদিগ কর্ত্তৃক, পরাক্রান্ত নর-পতিদিগ দ্বারা মধুরূপে পরিণত হইয়া অতি উপাদেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইত, আজ তাঁহাদিগের সেই প্রসাদ অতি ভয়ানক প্রাণনাশক গরল নাম ধারণেরই বা তাৎপর্য্য কি? আগে এ সকল ভাল করে বোঝ,তার পর তখন সুরাপান নিবারণের জন্য চেষ্টা করো। (মদ্যপানান্তে) বল কি বাবা! এ না থাক্‌লে কি এই ইংরেজ বেটাদের নাতি ঝেঁটা খেয়ে গোলামের মত দাসত্ব স্বীকার কত্তে পাত্তে। আর এ এক প্রকার ঘুষ বল্লেও হয়। আর দেখতে পাচ্চনা young reformer's liberty clubএর memberরা এতে রত নয় বলে থেকে থেকে "ভারত স্বাধীন করব—ভারত স্বাধীন করব।" বলে ক্ষেপে উঠেন। যাক্‌ ওসব কথা এখন ছেড়ে দাও চল এইটুকু খেয়ে বাড়ী যাওয়া যাক্‌। (জনান্তিকে হরেন্দ্রের প্রতি) now sir! enquire about our proposal.

ত। yes! হ্যাঁ হে সুরত! বলি কি ও বাড়ীর হরমণির মেয়েটী কত বড় হোল?

সু। কে? নলীন্‌, এই প্রায় তের চোদ্দ হবে।

হ। বলি আমাদের ভক্ত বাবু—

সু। পাগল হয়েছ ? ভাল, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা একথা বল্লে কি করে ? আহা ! মেয়েটী যেমন সুন্দরী তেমনি লেখা পড়া শিখছে। সে মেয়ের এই হতভাগা অবস্থার কথা মনে হলে আমারও বুক ফেটে যায়। তোমরা এমন বিজ্ঞ, তোমরা কোথা এর উদ্ধারের চেষ্টা করবে তা না করে তার সর্ব্বনাশের চেষ্টা কচ্চো।

হ। থাম বাবা, আর তোমায় লেক্‌চার দিতে হবে না। কেন মন্দই বা কি ? নয় কেন? তা হরমণিকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসাই করা যাক্ না। সন্নকে একবার ডেকে আন্‌তে বলনা।

সু। আমি যাই, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর।

প্রস্থান।

হ। কি তরু বাবু এতে মত তো ?

ত। ভাল, আগে জোগাড়ই করনা দেখা যাক্। কিন্তু ভাই টাকা পঞ্চাশের ভেতর।

হ। হ্যাঁ তা বৈকি।

হরমণির প্রবেশ।

হর। কেন ডাকছিলে গা বাবু—

হ। হ্যাঁ ডাক্‌ছিলেম্ কিছু বিশেষ কথা আছে, বস।

হরমণির উপবেশন।

হর। (সকলকে নিস্তব্ধ দেখিয়া) কি বলবে বলনা।

হ। এই বলছিলাম কি, তোমার মেয়েটী কত বড় হলো ? তোমাদের খরচপত্রই বা চলে কি কোরে। আর তোমারও তো এই বুড় বয়েস।

হর। নলীন্ আমার, শত্রুরমুখে ছাই দিয়ে এই মাসে, চন্দ্দ উতরে পনরয় পড়বে। আমারতো এই বুড় বয়েস দেখতেই পাচ্চ। এখন একটী ছেলেই আমাদের খরচপত্র চালাচ্চে। আর তো উপায় নাই।

হ। কেন? উপায় নাই কেন? উপায় খুঁজলেই উপায় আছে। তরু বাবুর সঙ্গে কেন নলিন্‌কে —তিনি কোন্ না মাসে টাকা পঞ্চাশ করে দেবেন। কেমন তোমার মত কি?

হর। তা বাবু আপনারা একবার মনোযোগ কল্লেই হয়। আপনারা বড়লোক আপনারা যদি আমাদের না দেখবেন, তবে আর দেখবে কে? কিন্তু একটী কথা হচ্চে যে, সে ছেলেটীর বড় কষ্ট হবে।

হ। না না তাকে কষ্ট দেওয়া হবে না বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা একটু আধটু ভয় টয় দেখিয়ে রয়ে বসে বিদায় কল্লেই হবে; এমন কৌশল করে বিদায় কত্তে হবে, যাতে তারও না কষ্ট হয় অথচ তোমাদেরও সুবিধা হয়। আর দুজনের এই প্রথম হয়ে বইত নয় তাতে মেয়েটীর মনেও একটু কষ্ট হতে পারে। তা এক কাজ করো। ছেলেটীকে বলগে, যে তোমাদের বাড়ীতে নাকি টের পেয়ে আমাদের জব্দ কত্তে চেয়েছেন। আর তুমি এখন ছেলেমানুষ, এতে করে তোমার লেখাপড়ারও অনেক হানি হতে পারে। বড় হও, নলিন্ তো তোমারই রইল। এই রকম করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লেই চলতে পারে।

হর। আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু দেখবেন যেন শেষে কথার নড় চড় না হয়। শেষে যেন আবার ফাঁপরে পড়তে না

হর। নলিনের ভার আপনাদের উপরই রইল।

হ। তা আর বড় বলতে হবে না।

হরমণির প্রস্থান।

কেমন হে তত্ত্ববাবু! হোল তো? তোমার সাক্ষাতেই ভাই ঘটকালী কল্লেম। মেয়েটী পঞ্চাশ টাকার যোগ্য বটে।

ত। হ্যাঁ, তার আর ভুল আছে। যাহোক্ চল এক বার বাড়ীতে দেখা দিয়ে আসা যাক্।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নলিনীর গৃহ।

নলিনী ও চন্দ্রকেতু।

ন। আচ্ছা, এখন "আপনি" কথাটা তো ছাড়ালে, কিন্তু তোমায় আমি কি বলে ডাক্‌ব? অন্য সম্বোধন তো আর ভাল দেখায় না।

চ। কেন? তোমায় যখন আমি জীবন মন সমর্পণ করিছি, তখন স্পষ্ট কথা তো পড়েই আছে। কিন্তু সেটা অসম্ভব—দুরাশা—বিশেষ—

ন। কেন নাথ! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। যে অবধি তোমার এই—না—আর বেশী বল্‌ব কি—এই একটি পদ্য লিখে রেখেছি, যদি বল তো দেখাই—

চ। কৈ ? দেখি না কি লিখেচ।

ন। (পত্র প্রদান)

চ। পড় না।

ন। তুমি পড় না।

চ। তার আর লজ্জা কি ?

ন। না, না, তুমি পড়।

চ। আমি তোমার লেখা পড়তে পারবো না।

ন। কেন ? আমার লেখা কি এত মন্দ ?

চ। না আমি তা বল্‌ছি না, আপনার লেখা আপনি পড়লে যত মিষ্ট লাগে, পরে পড়্‌লে তত না। বিশেষ পদ্য—

ন। তুমি জ্বালালে—

জননী যাঁহায়, সঁপেছে আমায়, সে জন কি হায় !
করিবে গ্রহণ ?
এমন কি হবে, তাহার গরবে, গরবিনী রবে,
করিব রঞ্জন ?
মানস মোহন, কটাক্ষে যে জন, করেছে হরণ,
জীবন মন।
কিবা সুকোমল, নয়ন যুগল, যেন নীলোৎপল,
চিত্ত রঞ্জন ॥
বচন মাধুরী, মরি ! কি চাতুরী, প্রণয়ের ছুরি,
হৃদয়ে হানে।
সহনে সে জ্বালা, পারে কভু বালা ? কভু কোন জ্বালা,
কোমল প্রাণে ?
হবে কি এমন ? নাথ ! সম্বোধন, করিব কখন,
অধিনী বলে ?

যদি নাহি পাই, প্রাণের কানাই, প্রাণ না ভাসাই
তরঙ্গী জলে ॥
নাথের উদ্দেশে, এদেশে সে দেশে, সন্ন্যাসিনী বেশে,
ভ্রমিব গহনে।
নীরবে কাঁদিব, সবে সুধাইব, জীবন ত্যজিব,
ঝাঁপিয়ে জীবনে ॥

চ। প্রিয়ে! এত দিনের পর আমার জীবন সার্থক হল। বিধাতা সদয় হয়েই আমাকে বিনা যত্নে অমূল্য রত্ন মিলিয়ে দেছেন। প্রিয়ে! তুমি প্রকৃতই আমার হৃদয়-সরোবরের নলিনী হলে। তুমি আমার দুরাশার আশা। অযত্নে যে এমন রত্ন পাওয়া যায়, এ স্বপ্নের অগোচর। আর –

হরমণির প্রবেশ।

হর। (শুষ্কমুখে) বাবা! একটা কথা বল্‌ব কি—বল্‌তে বড়——

চ। কি বল্‌বে বল না, বল্‌তে বল্‌তে চুপ্‌ কল্লে যে ?

হর। বল্‌ব কি—তাতুমি দুদিন একদিন ডাঁড়িয়ে আসবে—আর বাবা! বড় শক্ত কথা (বাহ্যিক ক্রন্দনভঙ্গে) কেননা, তুমি না এলে নলিন্‌ আমার বড় কষ্ট পাবে। আর বাবা! আমি প্রাণে বাঁচব না। এই দেখতে পাওনা তুমি এলেই আমার বুক পাঁচ হাত হয়, আর তুমি গেলে পর আমার বুকের ভেতর হুহু কত্তে থাকে। তা বাবা! তোমার বাড়ীতে নাকি টের পেয়ে আমাদের জব্দ কত্তে চেয়েছেন।

চ। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি—কি—বাড়িতে—বাড়িতে টের পেয়েছে—অ্যাঁ বাড়ীতে টের পেয়েছে।

মূর্চ্ছা ও নলিনীর গাত্রে পতন

ন। (রোদনস্বরে) ওমা ! কি হোল ?—কি হোল?—ইনি এমন হলেন কেন ?

(হরমণির বেগে প্রস্থান, এক ঘটি জল ও পাকা লইয়া পুনঃপ্রবেশ এবং চন্দ্রকেতুর মুখে বারিসেচন পূর্ব্বক ব্যজন)

চ। (অজ্ঞানাবস্থায়) অঁ্যা—কি—বাড়ীতে টের পেয়েছে ?—তবে কি আমি প্রিয়াহীন হলেম ? (মূর্চ্ছাভঙ্গ)

হর। না বাবা ! কিছু হয় নি, তুমি চুপ্ কর। অমন কচ্চ কেন ? অসুখ কচ্চে ? চল ওঘরে শোবে চল।

চন্দ্রকেতুর হস্তধারণ পূর্ব্বক হরমণির প্রস্থান।

ন। (গালে হাত দিয়া স্বগতঃ) উঃ! কি ভয়ানক! বিধাতা রত্ন দিয়েও ভোগ কত্তে দিলেন না। প্রেমাঙ্কুর অঙ্কুরিত হয়েই বিচ্ছেদতাপে ঝলসিত হল, পোড়া প্রাণও তার সঙ্গে জর্জ্জরিত হল। হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল ? অভাগিনীকে চিরদুঃখিনী করবার জন্যই কি প্রেমব্রতে ব্রতী করেছিলে ? আঃ! প্রণয় কি বিষম পদার্থ ? হা মদন! হা অনঙ্গ! তুমি অনঙ্গ, অঙ্গের বেদনা কি জানবে বল? বিচ্ছেদবাণ শাণিত ক্ষুরধার অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ, অবলার প্রাণে আর সহ্য হয় না, প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—প্রাণনাথ! প্রাণ যায়—ওঃ—

(মূর্চ্ছা)

বেগে হরমণির প্রবেশ।

হর। (নলিনীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া) ওমা ! একি হয়েছে ?

একি সর্ব্বনাশ হয়েছে! এই আমার কপাল ভেঙ্গেছে! এ যে অজ্ঞান হয়েছে। মল্লিকে—মল্লিকে—ও মল্লিকে

ম। (নেপথ্যে) কেন ডাকৃছ গা মা ঠাকৃরুণ?

হর। দৌড়ে আয়, দৌড়ে আয়, আর কি হয়েছে? সর্ব্বনাশ হয়েছে। নলিন্—

মল্লিকের প্রবেশ।

ম। ওমা! তাই তো গো! দিদি বাবু অমন হয়েছেন কেন?

হর। আর হলেন কেন! আমার কপাল ভেঙ্গেছে রে ভেঙ্গেছে—

ন। (মূর্চ্ছাবস্থায়) নাথ--প্রাণনাথ—প্রাণনাথ—দাসীকে জন্মের মত কি—

হর। (নলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া) কেন মা! কি হয়েছে?

ন। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) অঁ্যা—মা—উঃ! (উপবেশন)

ম। মা! দিদিবাবুকে নিয়ে যাই?

হর। তবে তুই নিয়ে যা, আমি যাচ্ছি।

নলিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক মল্লিকের প্রস্থান।

হর। হা অদৃষ্ট! পোড়াকপালীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে! কোথা মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাবে, তা না হয়ে হিতে বিপরীত হয়ে উঠলো।

হরমণির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—তরুবাবুর বাগানবাটী

হরেন্দ্রকৃষ্ণ ও তরুবাবু আসীন ।

হ। কৈ হে! এখন যে আসছে না ?

ত। তাই ত, এত দেরি হচ্চে কেন ? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। নলিন্ রাজি হয়নি নাকি ?

হ। তা হবেনা। হরমণি খুব্ তয়ের আছে ; তবে কেন যে এত দেরি হচ্চে বলতে পারিনা।

ত। একটু এগিয়ে দেখ্‌বো নাকি ?

হ। না—এগিয়ে আর দেখ্‌তে হবেনা। টাকার লোভ বড় লোভ।

ত। তার আর সন্দেহ আছে ?

নেপথ্যে মলের শব্দ

ঐ হে! আসচে বুঝি ; বাহবা! মরি কি মিঠে আওয়াজ।

হরমণি ও নলিনীর প্রবেশ।

হ। (সব্যস্তে) এস—এত বিলম্ব হোল যে ? আমরা আরো কত ভাব্‌ছিলেম। মনে কচ্ছিলেম তোমরা বুঝি আস্‌বে না। এস, এই দিকে এসে বস।

হর। বলেন কি ? যখন কথা দিয়েছি, তখন কি না এসে থাকতে পারি ?

ত। বসনা, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

হর। এই বসি (উপবেশন) নলিন্ বোস না মা, ঐ দিকে গিয়ে বোস গে।

বিরসবদনী নলিনীর অধোবদনে এক
পার্শ্বে উপবেশন।

হ। (জনান্তিকে) বলি নলিন্ অমন মুখ ভার করে রয়েছে কেন?

হর। (জনান্তিকে) এর এখানে আসবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কত বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এসেচি। তাই বুঝি অমন্ করে বসে রয়েছে।

হ। (ভজবাবুর প্রতি) তবেই তো গোল বেধেছে।

হর। (জনান্তিকে) কেন?

হ। (জনান্তিকে) দু দণ্ড আমোদই যদি না হবে, তবে আর ফল কি?

হর। (জনান্তিক) না, তাতে ও খুব্ সুবুদ্ধিমেয়ে।

হ। (জনান্তিকে) তা হলে কি হয়, মন যদি বিগড়ে রইল, তা হলে কি আর কোন কাজ চলে?

হর। (জনান্তিকে) না—তা কিছু নয়। (প্রকাশ্যে) নলিন! অমন করে রয়েছ কেন মা! বাবুদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কও না।

ন। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

হর। ছিঃ মা! অমন করে আছে কি? লক্ষ্মী মা! এদিকে উঠে এস। বাবুদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কর না। এঁনারা তোমায় কত ভাল বাসেন, তুমি অমন করে থাক্‌লে কি ভাল দেখায় মা!

ন। (দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে জনান্তিকে) ওকি মা! ও কি রকম কথা? তুমি আমাকে যাঁর কথা বলে নিয়ে এলে তিনি কোথা?

হর। ওকি, লোকের বাড়ী এসেও কি অমন কত্তে হয়? এঁরা মনে কর্ব্বেন কি? মুখ তুলে বোস না, মুখ ভার করে কি বসে থাকতে আছে মা?

ন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমায় ও কথা আর বলোনা। আমাকে ও রকম কুপথে লওয়াবার প্রত্যাশা করা অনুচিত।

হ। (জনান্তিকে) তরু বাবু! গতিক বড় ভাল নয়। টাকা লওয়াই সার দেখছি, আমি তখনি বল্লে ছিলাম, টাকা আগে দিও না।

ত। (জনান্তিকে) তাইতো, কি করা যায়? টাকা দিয়ে কাঁপড়ে পড়ব নাকি? শেষে নিজ মূর্ত্তি ধরব বাবা।—

হ। (জনান্তিকে) কাজেই, এ যে বড় অন্যায় কথা।

হরমণির গাত্রোত্থান।

(প্রকাশ্যে।) কোথায় যাও।

হর। এই আসছি। [হরচন্দ্রকৃষ্ণকে ইঙ্গিত পূর্ব্বক প্রস্থান।

ন। (স্বগতঃ) ওঃ! টাকা কি বিষম পদার্থ! মা হয়ে, টাকার লোভে আমাকে ভয়ানক পাপপঙ্কে নিমগ্ন কত্তে উদ্যত হয়েছে! আমাকে কি অবশেষে ঘোর প্রলোভনে ভ্রান্ত হয়ে এদশায় এসে উপস্থিত হতে হল! আমাকে যাঁর উপস্থিতি আশা দিয়ে এখানে নিয়ে এলেন; কৈ? তিনি কোথায়? এখন বেশ বুঝতে পাচ্চি সে কথা সমস্তই মিথ্যা। (প্রকাশ্যে) মা! তিনি কোথা?

হ। নলিন্! অমন্ করে রয়েছ কেন?

ন। (দীর্ঘনিশ্বাস)—উঃ—

হ। (জনান্তিকে) হাত ধরে তুলে নিয়ে এস না।

ত। (উঠিয়া) এখানে বসে থাকা কি ভাল দেখায়? এস, এই দিকে উঠে এস। (হস্ত ধরিতে উপক্রম)

ন। (নম্রভাবে) আজ্ঞা না, আমি বেশ বসে আছি।

ত। কেন? তাতে আর হানি কি? আমরা এত করে সাধ্ছি তবুও কি তোমার মান করা উচিত?

ন। (দীর্ঘনিশ্বাস)—মা! মা! আপনারা কেন আমাকে অমন কচ্চেন?

ত। অত মান কেন প্যারী, এস পায়ে ধরে মান ভঙ্গ করি।

ন। (স্বগতঃ) উপায় কি? মা! তুমিও কি আমাকে ফেলে পালালে? (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমি আপনাদের মিনতি কচ্চি আমাকে ওকথা আর বল্‌বেন না।

ত। এও কি কথা! (হাত ধরিয়া) চল উঠে চল।

ন। (সক্রোধে) দে পাপিষ্ঠ! আমার হাত ছেড়ে দে। ভাল চাস্ তো আমার হাত ধরিস্ না; আমাকে এই দণ্ডেই এই স্থান হতে পাঠিয়ে দে। প্রাণনাথ ভিন্ন কাহারই এখন এ অঙ্গ স্পর্শ করবার ক্ষমতা নাই। দে শীগ্গির আমার হাত ছেড়ে দে। আর আমি এখানে থাক্‌বো না। মা গেল কোথা?

ত। (হস্ত ছাড়িয়া) ওমা! কোন্ আঁদাড়ের মাণিক আবার এঁর প্রাণনাথ হলেন? আমি যাব কোথা?—প্রাণনাথকে

ডেকেই পার পাবে ভেবেচ ? তা হবেনা। কার সাধ্য সিংহের মুখ থেকে শীকার নিয়ে যায়। চল, না হলে এখনই—

ন। যতদিন পর্য্যন্ত এ দেহে প্রাণ থাকবে,—যতদিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করবার অণুমাত্র ক্ষমতা থাকবে, যতদিন না পূর্ব্বের চন্দ্র পশ্চিমে উদয় হয়,—যতদিন না ভারতের নারী-ধর্ম্ম লোপ হয়, কার সাধ্য যে আমাকে এস্থানচ্যুত করে।

ত। এই তোমার পূর্ব্বের চন্দ্র পশ্চিমে উদয় করি, এই তোমার আত্মরক্ষা বাহির করি, এই তোমার নারী-ধর্ম্ম লোপ করি—

ন। হা নাথ! কোথায় রইলে ? একবার এসে দাসীর দশা দেখে যাও, আমি কেবল তোমার আশায় এখানে এসে এই বিপদে পড়েছি। তোমার দোষ কি—আমি প্রলোভনে ভ্রান্ত হয়েছি।

হ। তরুবাবু শোন।

ন। দুর্ব্বৃত্তেরা আমাকে একা পেয়ে পীড়ন কত্তে উদ্যত হয়েছে। হা জগতোলোচন সূর্য্যদেব! পাপাত্মারা আমার অ-কিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে আমার প্রাণনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছে, তুমি কি তা দেখেও দেখ্‌ছ না ? যে মহিমা বিস্তারে শ্রীবৎসরত্ন চিন্তাদেবীকে উদ্ধার করেছিলে, দয়া করে অভাগিনীর দুঃখ দেখে সেইরূপ ত্বরাভার অর্পণ কর। হা বিধাতঃ! তুমিও কি বিমুখ হয়ে ভারতের নারী ধর্ম্ম লোপ কত্তে প্রস্তুত হলে ? মা! তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদে ফেলে কোথা গেলে মা! মা হয়ে আমার প্রতি এই ব্যবহার করা কি তোমার উচিত হল মা! হা নাথ! তুমি এমন সময় কোথা রইলে ?

ত। বলে "কি বলেছে কিসের কথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" কোথায় কে তার ঠিক নাই কেবল "প্রাণনাট—প্রাণনাট" করে কাঁদতে লাগলেন। ছেলেবেলা আচ্ছা ডাব নারকেল খেয়েছিলে বাবা!

(ধরিতে উদ্যম)

(নলিনী বেগে গিয়া গৃহপার্শ্বস্থ ডাবের নিকট হইতে কাটারি লইয়া)

ন। (সক্রোধে) পামর! তোরা চাস্ কি? সহজে কি তোরা আমাকে পরিত্যাগ কর্ বি না? আয় রে রাক্ষসেরা আয়, তোদের আর নিস্তার নাই। হয় এই অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করব না হয় তোদের খুন্ কর্ ব। জানিস্ না, উৎপীড়িত হলে পক্ষি-রাও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

ত। (কিঞ্চিৎ পশ্চাতে গিয়া) একি বাবা! এ যে খুনে-মেয়ে দেখছি

(হরমণির প্রবেশ এবং নলিনীর হস্তে অস্ত্র দেখিয়া)

হর। একি! এ আবার কি মুর্ত্তি? হাতে অস্তর কেন?

ন। (সক্রোধে) আর আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করনা। তুমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল্। তুমি এখনি আমাকে এস্থান হতে নিয়ে যাও—নইলে আর অধিকক্ষণ দেখ্ তে পাবে না। তোমা হতেই আমার এই দশা ঘটেছে।

হর। কেন? কি হয়েছে গা বাবু!

ত। আর জিজ্ঞাসা করে কাজ কি? আস্তে আস্তে এখন বালাই বিদেয় কর। কি সুবুদ্ধিমেয়ে—অমন মেয়েকে ছেলেবেলা নুন্ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পারনি? অমন রসিকতায় কাজ নাই বাবা। যে খুনে মেয়ে, কোন্ দিন আবার গলায় ছুরি বসিয়ে না দিলে বাঁচি। অদৃষ্টে লোকুসান ছিল হয়ে গেছে,—এখন আস্তে আস্তে বালাই নিয়ে বিদায় হও। চল হে চল, গরিবের বাছা শেষ কি আবার অপঘাতে প্রাণ হারাব।

এক দিক্ দিয়া হরেন্দ্র ও তরুবাবু এবং অপর দিক্ দিয়া হরমণি ও নলিনীর প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নলিনীর গৃহ।

আলুলায়িত কেশা নলিনী আসীনা।

গীত।

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ—তাল তেওট।

নব প্রেমাবেশে কাতর।

নব প্রেমাবেশে, দুঃখ সহে না অন্তর।

ওঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ!

বেদনা সহে প্রাণ যাহার তরে,

যেন হৃদি নিরমিয়ে শৈল কঠোরে।

কাঁদে অন্তর কিরে প্রণয় ভরে,

নানা ছাঁদে ছল করে নব নাগর?

ন। (স্বগতঃ) হা প্রাণনাথ!—হা প্রাণবল্লভ!—হা জীবিতেশ্বর!—দুঃখিনীকে কি পরিত্যাগ কল্লে?—জন্মশোধ পরিত্যাগ কল্লে? দাসী কি এ জন্মে আর তোমার চরণ সেবা কত্তে পারবে না? হা নাথ! অভাগিনীর হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুর অঙ্কুরিত করেই কি বিচ্ছেদ তাপে পরিশুষ্ক কল্লে? অবলার কোমল প্রাণে আর সহ্য হয় না—আর বিচ্ছেদ বাণ সহ্য কত্তে পারি না। প্রাণ সদাই ব্যাকুল। প্রাণনাথ! দয়া করে একবার

দেখা দাও—একবার তোমার মোহনমূর্ত্তি দেখে জীবন মন চরিতার্থ করি। (চক্ষু মুদিয়া চিন্তা ও সচকিতে) কৈ?—প্রাণনাথ! কোথা? নাথ! বারে বারে কি অবলাকে প্রবঞ্চনা কত্তে লাগ্‌লে? হা নিঠুর! তুমি এই মাত্র আমার হৃদয়-সরোবরে ক্রীড়া কচ্ছিলে, আবার কোথায় লুকালে? এই তুমি আমার সঙ্গে হেঁসে হেঁসে কথা কচ্ছিলে এরি মধ্যে কোথায় লুকালে? এই আমাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কচ্চিলে এর মধ্যে আবার কোথায় অন্তর্দ্ধ্যান হলে?

চক্ষু মুদিয়া গীত।

সিন্ধু কাফি—জলদ তেতালা।

জনম এ দুঃখিনীরে কেন কর প্রতারণা?
অবোধ এ অধিনীরে করিবে কে হে! সান্ত্বনা?
মাথা প্রেম পরিমলে,
সোহাগ কুসুম দলে,
কেমনে ভুলিয়ে নাথ! করিছ এত ছলনা॥
দেখ এসে দয়া করে,
দাসী তব প্রাণে মরে,
কঠিন পুরুষ প্রাণ, জানে না রে সে বেদনা॥

হরমণির প্রবেশ ও নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি।

উঃ আর সহ্য হয় না।—সরলা বালা আর সহ্য কত্তে পারে না।—হা দগ্ধপ্রাণ! তুই কেন এখন এই অভাগিনীর দেহে বাস কচ্চিস্? প্রাণেশের অদর্শনে যদি তোর কষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তুই এখনই আমার পাপ দেহ পরিত্যাগ কর।—দয়া কে

হতাভাগিনীর দুঃখ জ্বালা নিবারণ কর। প্রাণনাথ! একবার দয়া করে দেখা দাও,—তোমার পাদপদ্ম দর্শন করে দাসী তাপিত প্রাণ শীতল করুক।

হর। (স্বগত) উঃ কি বিপদ! এমন বিপদেও মানষে পড়ে গা? যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল? এখন তো আমার উভয় সঙ্কট। এদিকে টাকার লোভ কত্তে গেলে মেয়েটী যায়, আবার মেয়ের আশা কল্লে সংসার চলে না। মেয়েটা যে রকম হয়ে গেছে, তাতে যদি তাকে দিন কতক দেখতে না পায় তা হলেই তো—বিষম বিভ্রাট্। যাই হোক্—একে যেমন করে পারি বশ কত্তে হবে।

ন। (স্বগতঃ) হা নাথ! আজ তোমার প্রাণের পাখী নলিন্ হৃদয়পিঞ্জর থেকে উড়ে যায়—পাখা নাড়্চে—এখনি উড়্বে। প্রাণনাথ ধর—ধর—এই উড়্ল (হস্ত বাড়াইয়া—) ওঃ (মূর্চ্ছা)

হর। (স্বব্যস্তে) ও মা! একি হোল? ও মা! তুই এমন হলি কেন মা? একবার মা বলে ডাক্ মা। তোর মাকে মা বলে ডাকবার আর যে কেউ নাই—মা! একবার মা বলে ডাক্ মা!

ন। (চক্ষুন্মিলন পূর্ব্বক) কৈ?—কোথা? তিনি এখনও আসেন নি? ওঃ! পুরুষের প্রাণ কি কঠিন?—অবলা বধে কেমন তৎপর?

হর। (স্বল্প ক্রোধে) বলি ও আহ্লাদি! তোর ও সব রকম্ কি বল্ দেখি? ভাল মানুষের কাল নাই।

ন। হ্যাঁ! কে?—মা! তুমি এখানে কেন মা! আমার—(উপবেশন)

হর। (ক্রোধে) তুই এমন করে দিন রাত কাঁদিস্ কেন ? কিসের জন্য কাঁদচিস্ ?

ন। মা সে সব কথা তোমার কাছে বল্‌তে লজ্জা করে। কিন্তু করি কি—কাজে কাজেই বল্‌তে হল (অধোবদনে) মা ! যে দিন আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হোল, যে দিন তিনি আমাদের বাড়ী এলেন—যে দিন তাঁর মুখে পান তুলে দিলেম—যে দিন তাঁর নিকট আস্‌বে আস্‌বে বলে আবদার কত্তে লাগলেন—সেই দিন তাঁর কটাক্ষ বাণে হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে—সেই দিন তাঁকে প্রাণনাথ বলে হৃদয় রাজ্যের রাজা করেছি—সেই অবধি অধিনী বলে তাঁর চরণ সেবা করেছি। মা ! আর অধিক কি বল্‌ব, সেই অবধি তাঁকে হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, আশ্রয়, অবলম্বন বলে তাঁরই আশ্রিত হয়েছি। (করজোড়ে) মা তোমার পায়ে ধরি, দয়া করে একটী ভিক্ষা দাও।

হর। আহা ! বেটী আমার ভিক্ষা চেয়ে প্রাণটা শীতল কল্লে রে। বেটী আবার কবিতা আওড়াতে লাগ্‌লেন (বিকৃতস্বরে) হত্তা, কত্তা, বিধাতা করেছি,—কটাক্ষপাত করেছি—মুণ্ডুপাত করেছি, বেটী আমার রাজ রাজেশ্বরী হয়েছেন।

ন। মা! তুমি আমাকে অমন কচ্চো কেন ? মা আমি ধনের প্রত্যাশী নই, আমি আর কিছুরই প্রত্যাশী নই। কেবল একটী কথার প্রত্যাশী। মা তুমি সে দিন যে তাঁকে বল্লে "বাড়ীতে টের পেয়েছে" তাকি সত্য মা ! এই কথাটী স্পষ্ট করে বলে আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ কর।

হর। (স্বগতঃ) এ বড় বিষম কথা—সত্য বল্‌ব—না—কি করি ? তা হবে না। (প্রকাশ্যে) আ মর্ বেটী নেকি !

বেটী আবার প্রাণনাথ বল্‌তে শিখেছেন! তুই ছেলেমানুষ, সেই এক বেটা হতভাগার জন্য কান্না কিরে বাপু! দেখ্‌ব কেমন সে আমার বাড়ীতে ঢোকে। আর তুই যদি তার জন্য দিন রাত্তির প্যান প্যান করে কাঁদবি তা হলে দেখতে পাবি—

হরমণির প্রস্থান।

ন। হা বিধাতঃ! তুমি কেন এ হতভাগিনীকে রমণীরূপে সৃজন কল্লে? সকলের লাঞ্ছনা ভোগ করবার জন্যই কি আমার সৃষ্টি হয়েছে? মা হয়ে এই সকল কথায় তিরস্কার? ওঃ! আর সহ্য হয় না। মা! আমাকে এমন করে ভৎর্সনা কত্তে তোমার কি একটুমাত্র দয়া হল না? আর সেই নিরীহ ভদ্রলোককে ও প্রকার কটু কথা বল্‌তে তোমার কি একটুমাত্র লজ্জা হল না? আমাকে এরূপ জঘন্যরূপে তিরস্কার করা অপেক্ষা মেরেফেলাও যে ভাল ছিল। জনক জননীর নিকট হইতে কোন বালক বালিকাই, এ প্রকার কুদৃষ্টান্তের প্রত্যাশা করে না। অর্থই কি তোমার এত হিতকারী হল মা! যে তুমি সেই সামান্য অর্থের জন্য আমাকেও বৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হলে? তোমার এ রকম ব্যবহারে তোমাকে পিশাচী বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করে, আমার সতীত্ব নাশের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা কচ্চ। তুমি তোমার নিজের সতীত্ব নষ্ট করেছ বলে কি আমাকেও সেই পথগামিনী কত্তে চাও? তুমি মানবী নও—আমার মা নও—পিশাচী—নারকী—রাক্ষসী—

হরমণির প্রবেশ।

হর। তবে রে আবাগি! আমি রাক্ষসী? (নলিনীর গালে ঠোনা মারণ)

রোদনবদনা নলিনীর প্রস্থান।

আ মর্ বেটী!—বেটী আমার কি সতী রে!—সতী-পনা দেখাচ্চেন—আরে বেটি! সতীত্ব নিয়ে কর্ব্বি কি?—সতীত্ব নিয়ে কি ধুয়ে খাবি?—না সতীত্বে পেট ভর্‌বে? আগে সেই জোগাড় কর্, তারপর তখন আর চেষ্টা দেখিস্। বেটির অরগুণ নেই বরগুণ আছে। খাওয়ায় কে রে বেটি! দেখি আজ সে বেটাইবা কেমন করে আসে। আজ তার বাবাকেও বাড়ী ঢুকতে দোবনা। (কিয়ৎক্ষণ পরে) হা পরমেশ্বর! পোড়াকপালীকে আর কত কষ্ট দেবে? জাত গেল, কুল গেল, মান গেল, ধন গেল, শেষে কি আবার প্রাণে মজ্‌তে হবে? কাজেই একটি মেয়ে, সেও যদি বশে না রইল তবে আর বেঁচে সুখ কি? কি জ্বালারে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়েছে। আর পারিনে ছাই! মেয়েটাকে নিয়ে বিষম হেঙ্গামেই পড়েছি।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

হর। (বিকৃতস্বরে) বলি কিছু টাকা টাকা এনেচিস্?

চ। (অপ্রস্তুত ভাবে) কেন?

হর। আর কেন ফেন খাটবে না। রোজ রোজ ফকো ইয়ারকি ভাল লাগে না। এখন কিছু টাকা কড়ি দিতে পারিস তো দাঁড়া, নাহলে খেংরা মেরে বিদেয় কর্ব্বো। পেট চলে কোথা থেকে? সু ইয়ারকি টেপিদলে কি ভরবে?

চ। আপনি হঠাৎ ও রকম কথা কেন বল্‌ছেন? আমি এত টাকা পাব কোথা?

হর। কোথা পাবি তা আমি কি জানি? তুই কোথা পাবি না পাবি আমার সে খবরে দরকার কি? তুই চুরিই কর্ আর ডাকাতিই কর্ আমার বয়ে গেল; আমার টাকা নিয়ে বিষয়। বেটা যেন এক চেটে করে বসেচে রে, বোল্ বোল্‌তে এসে হাজির হন।

চ। অপনার আগেকার কথা সব ভুলে গেলেন নাকি?'

হর। আগেকার কথা মনে কত্তে গেলে আর প্রাণ বাঁচেনা। তোর সঙ্গে আবার রোজ রোজ নৌকতা কিরে বেটা? বেটা যেন আমার সাতপুরুষের গুরু আর কি। ভদ্রলোক হোস তো টাকা বের কর্, নইলে খেংরার চোটে বের করব। তখন আবার বাপ্ বাপ্ বলে দেবার পথ পাবিনে।

চ। আমার উপর এমন ব্যবহার কচ্ছেন কেন? (স্বগতঃ) একি হোল! বন্ধুবর ব্রজেন্দ্র যা বলেছিল শেষ কি তাই ঘটল? সেই রকম কুটিল ভাবে কি আমার সঙ্গে ব্যবহার কচ্ছেন বোধ হয় না (প্রকাশ্যে) আপনার কি পাগল হয়েছেন?

হর। বটে রে বেটা বটে! যতবড় মুখ ততবড় কথা, কিছু বলিনে বলে আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে, আমি পাগল হয়েচি? আচ্ছা টাকা চাইনে, বেরো বেটা আমার বাড়ী থেকে বেরো (খেংরা লইবার উদ্যম)

চ। (স্বগতঃ) এ নিশ্চয়ই অসদভিপ্রায় তার সন্দেহ নাই (প্রকাশ্যে) কি বল্‌ব তুমি মেয়েমানুষ বলেই নিস্তার পেলে, পুরুষ হলে কখনই এতদূর সহ্য কত্তেম না।

হর। দুত্তোর সত্যের নিকুচি করেচে।

থেংরা হস্তে চন্দ্রকেতুর সহিত ঝগড়া করিতে করিতে হরমণির প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

পথ।

গীত গাইতে গাইতে একজন মাতালের প্রবেশ পরে বেগে চন্দ্রকেতু ও হরমণির প্রবেশ।

হর। দে বেটা আমার টাকা দিয়ে যা (চন্দ্রকেতু ভ্রমে মাতালকে প্রহার)

চন্দ্রকেতুর প্রস্থান।

মা। কি বাবা পুরোণ সিদ্ধেশ্বরী! গুন্ কল্লে নাকি? বুড়প্রাণে অত রস কেন বাবা? মার্‌লে তায় দুঃখ নেই অত আস্তে কেন ভাই! এস তোমায় ভাল বাসি (হরমণির কেশাকর্ষণ) তুমি ডাইনি বাবা! একঘায়ে আমায় নেসা ছাড়িয়েছ, রোস আমি বিষ তুলে নিই।

হর। ওমা এ মাতাল যে! আমর্ বেটা আমার চুল ধল্লি যে,ওমা এযে বিষম বিপদ হলো গো—আমর্ বেটা ছাড়না।

মা। তোমায় ছেড়ে যাব কোথা বাবা! যে বিরেশী ওজনে একথা কসিয়েছ, আমি তাই এখন টেঁকে আছি আর কেউ হলে টেঁসে যেত। মারতেও জাননা বাবা! এই এম্নি করে মারতে হয়; যে মেরেও সুখ, খেয়েও সুখ (বক্রভাবে পদাঘাতপূর্ব্বক হরমণির সহিত পতন)

হর। ওরে বাপ রে! খুন কল্লে রে! মেরে ফেল্লে রে! ওগো তোমরা এসো গো!

(নেপথ্যে) কি হয়েছে? কি হয়েছে?

একজন প্রতিবাসীর প্রবেশ।

প্র। কি যদু! এ আবার কি করে বসেছ? (উভয়কে উত্তোলন)

হরমণির প্রস্থান।

মা। আরে ছ্যা! তুমি বড় বেরসিক, এমন সময় তুল্‌তে আছে—

প্র। যাও যদু বাড়ী যাও। রাস্তায় এ সব হেঙ্গাম কেন?

মা। বাড়ী কি বাবা! হাতে বাড়ী, কাঁধে বাড়ী, আবার বাড়ী?

প্র। যাও যাও, আর মাতলামী কত্তে হবে না। পাড়া-প্রতিবাসীর সঙ্গে ঝগড়া কেন?

মা। তুই শালা কে রে? এইটে আর বুঝতে পাল্লে না বাবা! আমি কি ঝগড়া কচ্ছিলেম না ভাল বাস্‌ছিলেম!

প্র। ভালবাস্‌ছিলে! তোমার মাথা কচ্ছিলে। এই বুঝি তোমার ভালবাসা?

মা। বল্লে হয় কি বাবা! যার সঙ্গে যার মজে মন, তার পান্তাভাতে চড়কগাছ।

প্র। দূর শালা! চল্ বাড়ী চল্।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর—ঘাট।

পত্র হস্তে চন্দ্রকেতু।

চ। লবণসমুদ্রে,—অকুল পাথারে,—মরুমাঝে,—তরঙ্গে—পঙ্কজ;—অঙ্কুরিত—মুকুলিত—বিকশিত; আশ্চর্য্য—অদ্ভুত। হতে পারে? না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। পত্র খানি কি করি?—কোথায় রাখি?—বক্ষে?—মস্তকে?—না। পত্রপাঠে মন এত অস্থির হয়েছে,—এত আকুল হয়েছে, তথাপি যেন পত্র প্রতি দৃষ্টিক্ষেপমাত্রই মন শীতল হচ্চে, পরক্ষণেই বিকার রোগীর শীতল বারিপানে তৃষাবৃদ্ধির ন্যায় অবস্থা ঘট্‌ছে। ইহা বক্ষে স্থাপন করিলে হৃদয় সুস্থ হয় বটে কিন্তু পরিণামে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় দ্বিগুণতর রূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। হৃদয় পোড়ে পুড়ুক—বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয়ে রাখি—হৃদয়ের হৃদয়ে রাখি—এক মুহূর্ত্তও তো শান্তি পাব। কি মধুর নাম—নলিনী—আর এক বার বলি—নলিনী—যত মনে করি—যতবার বলি—ততই যেন বল্‌তে ইচ্ছা করে। কি মধুর সম্ভা-

ষণ!—"কান্ত-প্রাণেশ"—আমি কি সুখি?—না—না,—আমি দুঃখী—আমার মত দুর্ভাগা—অভাগা কি জগতে আর আছে? যে ব্যক্তি এত সুখেও সুখি হতে পারে না—তার মত অভাগা কি আর আছে?—সুখের মধ্যে থেকে সুখের জন্য হাহাকার কচ্চি?—সম্মুখে সুখ—পার্শ্বে সুখ—ঊর্দ্ধে সুখ—নিম্নে সুখ—চতুর্দ্দিকে সুখ তথাপি অসুখ। দুঃখভোগই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তার সুখের সম্ভাবনা কোথায়? দুঃখীর বিলাপই সুখ। পাপীর অনুতাপই সুখ। নলিন্ কি আমায় ভাল বাসে? না না;—অভাগার উপর ভাল বাসার সম্ভাবনা কোথায়? তবে এ পত্র কেন?—প্রেমসুধামাখা এ পত্র কেন? ভাল বাসে—ভাল বাসে বলেই লিখেছে। অপর লোকের কাছে মনের কথা জানাবে কেন? যে আমায় ভাল বাসে,আমি কি তারে ভাল বাসি? বাসি—বড় ভাল বাসি—প্রাণের চেয়ে ভাল বাসি—কি আরও বেশী। নলিনীর মন সরল কিন্তু তার মার মন এত কুটিল কেন? মনে কি সরলতার লেশ মাত্র নাই?—রাক্ষসীর গর্ব্ভে মানবীর জন্ম? নলিনী গুণবতী কিন্তু তার মার শরীরে কি সুগুণ বিন্দুমাত্রও নাই? সকলই মায়া—মায়াবিনী, কপটী। ওঃ কি নীচ প্রকৃতি—কি নীচ মন—অর্থলোলুপ পিশাচী। ইন্দ্রলালের মত অর্থের জন্য এত চেষ্টা। মানের, ধর্ম্মের, লজ্জার অনুরোধ রক্ষা করে না।—অর্থই কি এত বড়! এত মহার্হ? কুহকিনী রাক্ষসীর অঙ্কে মানবী কত কাল রক্ষা পায়?—নিদয়ার খাদ্যাভাব হইলে অবশ্যই সঞ্চিত ধনে উদর পুর্ত্তি করবে! নলিনীর বিলাপ—ক্রন্দন—আমি কেমন করে ভুল্‌ব? ভুল্‌তে কি পার্‌ব? আমি কি এত নিদয়?—আমার

প্রাণ কি এত কঠিন যে তাতেও আর্দ্র হবে না। অনায়াসে ভুলে যাব?—প্রাণ কাঁদবেনা? মানবহৃদয় কি এত কঠিন হতে পারে?—না। আমি অনেক কেঁদেছি—রোদনের একশেষ হয়েছে—হৃদয়ে আর স্থান নাই—আর তিলমাত্র স্থান নাই, শোকে তাপে পূর্ণ হয়েছে। নলিনি! প্রিয়ে! আমার আর সহ্য হয় না।—অসহ্য হয়ে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়েছে, তুমি অবলা—তোমার আরও অসহ্য হয়েছে—আমি কঠিন হৃদয় পুরুষ, অসহ্য হইলেও সহ্য কত্তে হবে—যতক্ষণ না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ততক্ষণ সহ্য কর্ত্তে হবে। আমি প্রণয়ী ছিলাম না!—প্রণয় কাকে বলে জান্তেম না!— কিন্তু এখন জেনেছি! প্রণয়ের যত্ন জেনেছি!—কেমন করে রক্ষা কত্তে হয় তাও জেনেছি!—বিপদে না পড়্‌লে রক্ষার উপায় স্থির হয় না। আমি প্রণয়ী!—তোমার প্রণয়ী---প্রণয়ের অনুরোধে বিপদে পড়েছি! প্রণয়ের অনুরোধে প্রণয়ে রক্ষা—প্রণয়ীর সুখ বর্দ্ধনই প্রণয়ীর একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য—বিপদনাশের তো কথাই নাই। নলিনী এত বিনয়—এত মিনতি করে লিখেছে—যাবার জন্য এত অনুরোধ করেছে—এমন কি মনের কথা বলবার জন্য গুপ্তস্থানে অবস্থিতি করবে!—আমি কঠিনহৃদয়ে নিশ্চেষ্টভাবে এখন বিলম্ব কচ্চি?—একজন শূন্যমনে আশাপথ চেয়ে রয়েছে আর আমি নদীতীরে শীতল বায়ু সেবন করে বেড়াচ্চি?—

চন্দ্রকেতুর অজ্ঞাতসারে ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।

ব্র। কিহে! এত ভাব্‌চ কি?

চ। এসেছ ভাই! এস। ভাই! ভাব্‌বার জন্য যার জন্ম, তার ভাবনার অভাব কি?

ব্র। বলি তোমার সে বিষয় কি হোল ?

চ। সে কথা আর ব্যক্ত কত্তে পারি না। (পত্রপ্রদান এই পড়ে দেখ ভাই।

ব্র। (পত্রপাঠ)

ইহা মৃতচিহ্ন নহে—জীবন্মৃত জানিবে

কান্ত !—প্রাণেশ !

আমায় রক্ষা কর।—আর সহ্য হয় না—অসহ্য হয়েছে। তোমার অদর্শন—বিচ্ছেদ-চিন্তন—তার উপর আবার মাতার উৎপীড়ন। আমার মাথা খাও, আজ একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক শেঠের মাঠে, খালি বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা কোর; আমি ছলক্রমে নিশ্চয়ই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনেক গোপনীয় কথা আছে। না আসিলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। দেখা হইলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবে।

ব্যথিতা

নলিনী।

পুঃ—আমার উপস্থিতিচিহ্ন—

বহির্দ্বারে "আগত" এই তিনটি বর্ণ লিখিত ও ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ থাকিবে। এই সঙ্কেত দেখিলে পশ্চাৎ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও। আমি বাটীপ্রবেশমাত্র ঐ দ্বার খুলিয়া রাখিব। উহা অতি নিভৃত স্থান। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত না আসিলে গৃহে যাইবার সময় "আগত" শব্দের "আ" মুছিয়া "অনা" লিখিয়া যাইব। কিন্তু তাহা হইলে আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। নাথ! উদ্দেশে চরণে ধরে মিনতি করি, দাসীর এই অনুরোধ রক্ষা কোর।

৩রা ফাল্‌গুন ১২৭৯।　　　ন

কি হে! এমন পত্র পেয়ে এখন বিলম্ব কচ্চো? তুমি তো আচ্ছা লোক হে! সন্ধ্যা তো হোল—সন্ধ্যার আর বাকি কি?

চ। (চতুর্দ্দিকে) তাই তো সন্ধ্যার তো আর বিলম্ব নাই। দেখ্ চ ভাই! মনের ভ্রান্তি হলে কিছুই জ্ঞান থাকে না।

ত্র। এখনি চল—আর এখানে দাঁড়িয়ে অধিক বাক্যব্যয়ে কাজ কি?

চ। চল যাই—কিন্তু আমার পা আর চলেনা।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শেঠের মাঠ—শূন্যবাটী।

নলিনী উপবিষ্টা।

গীত।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়া।

প্রাণ! কি করে, হলি রে! এমন কঠিন,
হয়ে কোমল গঠন।
সরল অন্তরে, রাখি রে! তোরে,
পাষাণে কথন নহে সৃজন।

নয়ন আমার, অধীন যার,
তুমিও তাহার অধীন জন।
যাহ রে! অন্তরে, জনম তরে,
চাহেনা হৃদয়, পাপজীবন॥

ব্রজেন্দ্র ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চ। প্রিয়ে নলিন্! তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ কল্লে? বোধ হয় পুর্ব্বজন্মে আমি তোমার পরম শত্রু ছিলাম, তাই এ জন্মে তার ভোগস্বরূপ এই বিষম বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য কত্তে হল। যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর—মনথেকে একেবারে দুর্ করে দাও তথাপি তুমি আমার মন থেকে কখনই অন্তর্হিত হতে পার্ব্বে না। আমি তোমায় প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ পরিত্যাগ কত্তে পারি কিন্তু নলিন্! তোমায় একদণ্ড না দেখলে জ্ঞানহারা হই। ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে যে আমায় সহচরী, সে ছাড়া কি আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ কর্ত্তে পারি?

ন। প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! আর কেন কষ্ট দাও ঢের হয়েছে—পায়ে ধরি ক্ষমা কর। নাথ! আমি আমার সকল কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারি কিন্তু তোমার ম্লানমুখ দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। যে অবধি তোমায় হৃদয়েশ্বর বলে হৃদয়রাজ্যের রাজা করেছি, নাথ! বলতে কি—সেই অবধি তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই মতি নাই। তুমিই আমার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, আশ্রয়—অবলম্বন—জীবন—সর্ব্বস্বধন। তুমি যদি আমাকে চরণে ঠেল, তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? স্বামীই অবলার এক মাত্র গতি—যদি তাতেই বঞ্চিত হতে হয়, তবে আর বেঁচে ফল

কি? নাথ! মাধবীলতা কি রসালচ্যুত হয়ে আর কোন বৃক্ষ অবলম্বন করে থাকৃতে পারে? নলিনী কি দিবাকর ব্যতীত আর কার মুখ চেয়ে থাকৃতে পারে? রমণী কি নিজ পতি ভিন্ন পরপ্রেমে অনুরাগিনী হতে পারে? নাথ! তুমি তো সকলই জান, তবে আর কেন অবলাকে কষ্ট দাও?—তোমার কাছে আর বল্‌তে কি,—একদিন মা আমাকে বল্লে, চল কাশী-পুরে বেড়িয়ে আসি। তারপর আমি তাতে অসম্মত হওয়াতে তোমার নাম করে বল্লে সেখানে তোমাদের বাগান আছে, আর তুমি নাকি বলে গেছ সেইখানে থাকৃবে। তখন আমার যাবার বড় ইচ্ছা হল। বিশেষ তোমার নাম শুনে বল্লেম্ চল যাই। তার পর সেখানে একটা বাগানে নিয়ে গেল। সেই বাগানে দুটী বাবু ছিল—দুটী দুর্ব্বৃত্ত—রাক্ষস ছিল। তারা আমাকে দেখেই পরস্পর গা টেপাটিপী কত্তে লাগ্‌ল।

চ। (অসহ্য ব্যঞ্জকভঙ্গিতে) থাক্ থাক্ আর শুন্‌তে পারি না। তোমার মার এই কাজ?

ন। তাই দেখে, আর তোমাকে না দেখ্‌তে পেয়েই তো আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। মা তাদের সঙ্গে কি কথা কইলে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। খানিক পরে মা উঠে যাবার সময় জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, মা! তিনি কোথা। তাতে "তিনি আবার কে?" এই বলে চলে গেল, আর তারা আমার উপর অত্যা-চার আরম্ভ কল্লে।

চ। তুমি আর বোলনা—আর বোলনা—আর শুন্তে পারি না—বুক ফেটে যায়—আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা—তোমার মা না কত্তে পারে হেন কাজই নাই।

ন। আমি তো খুব কাঁদতে লাগলেম, তার পর মা এসে তাদের সঙ্গে কি কথা কয়ে আমাকে বাড়ী নিয়ে এলো। নাথ! যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি—পায়ে ধরি উদ্ধার কর। এ নরকযন্ত্রণা হতে উদ্ধার কর। তুমি যদি আমার দুঃখ দেখে কাতর না হবে তবে আর কে হবে?—কাকে আর মনের কথা বল্‌ব?—কে আর আমাকে রক্ষা কর্ব্বে? কে আর আমার দুঃখে দুঃখিত হবে? অভাগিনীর ত্রিসংসারে ত আর কেউ নাই। আমি তোমার চরণাশ্রিত—রাখতে হয় রাখ—মারতে হয় মার। তোমার কাছে যদি অশ্রয় না পাই, তবে আর কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নোব? কাজেই সেই সর্ব্বসহায়—সকল বিরহিণীর একমাত্র আশ্রয় মৃত্যুর শরণ নিতে হবে। তিনি আর আমায় চরণে ঠেল্‌তে পারবেন না। এখন বিহিত বিবেচনা কর যা ভাল বোঝ কর, তোমাকে আর অধিক কি বল্‌ব? আর বল্‌তে পারি না অথচ মনের কথাও শেষ হয় না—কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌চে।

চ। প্রিয়ে! আর কি বল্‌ব?—আর কি বল্‌বার শক্তি আছে? হতজ্ঞান হয়েছি—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছি। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। উঃ! বিচ্ছেদবাণ কি ভয়ঙ্কর! প্রণয়ীর হৃদয়ে শেল অপেক্ষাও প্রচণ্ড (ব্রজেন্দ্রের প্রতি) ভাই! আমি হতজ্ঞান হয়েছি, আর হিতাহিত বিবেচনা করবার শক্তি নাই, ভাবী বিচ্ছেদাশঙ্কা হৃদয়ে বদ্ধমূল হচ্চে। একটী উপায় উদ্ভাবন কর—দুঃখে দুঃখী হয়ে একবার একটী উপায় উদ্ভাবন কর—নতুবা জন্মের মত এই একবার শেষদেখা দেখে নাও।

ন। ও কি কথা? অমন কথা বোল না।

ব্র। স্থির হও, স্থির হও, অত উতলা হইও না। একটা কথা বলি শোন, মনোমত হয় সেই অনুযায়ী কার্য্য কর।

চ। কি বল্‌বে বল ; ঘোর বিকারে কি বিষবড়ী আরোগ্য কত্তে পার্ব্বে ?

ব্র। ভাই চেষ্টার অসাধ্য কার্য্যই নাই। হোক্ না হোক্ বেয়ে চেয়ে তো দেখা উচিত। দেখ, নলিনের মার যে প্রকার ভাব গতিক দেখলেম, তাতে যে সে আর বাড়ীতে স্থান দেয়, তা তো বোধ না। এক কাজ কর। চল আমরা আজকের গাড়ী-তেই কাশী যাত্রা করি। আর তা হলে অতি শীঘ্রই এস্থান হতে প্রস্থান করা উচিত। তা নইলে গড়ীমাসী কল্লে কিছুই হবেনা। এতে যদি তোমার মত হয় নলিনের মত জিজ্ঞাসা কর।

চ। ভাই! আমার এতে সম্পূর্ণ মত আছে। কারণ এ খানে প্রিয়াহীন হয়ে যে আর অধিক দিন বাঁচ্‌ব তারতো কোন সম্ভাবনা নাই। যাতে আমার সেইটী না ঘটে তার জন্য আমি সকল কষ্ট সহ্য কত্তে পারি। (নলিনীর প্রতি) কেমন যা শুন্‌লে তাতে তোমার মত কি ?

ন। এতে আর জিজ্ঞাসা কি আছে ? তোমার সঙ্গে বন-বাসিনী হয়েও যদি আমাকে থাক্‌তে হয় সেও আমার পক্ষে সহস্রগুণে মঙ্গল, কিন্তু তোমা ছাড়া আমার স্বর্গসুখও নরক-যন্ত্রণাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এ আর জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি ?

চ। তবে তো ভাই সবই হয়েছে কিন্তু একটা কথা হচ্চে কি, সেখানে যাবার খরচ পাই কোথা ? আর দুজনেই বা কোথা যাই ? সকলই অজানা। আর পথ ঘাটও চিনিনা।

ব্র। তার ভাবনা কি ? আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্চি।

আমার কাছে-শ দুয়েক টাকা আছে। সেখানে গিয়ে পড়লে থাকবার জন্য ভয় করি না।

ন। তবেতো ভালই হয়েছে। আপনি যখন সঙ্গে যাচ্চেন তখন আর ভাবনা কি?

ব্র। না ভাই! আর বড় দেরি কল্লে চল্‌বেনা। চল। শীগ্‌গির উজ্জুগ সুয্যুগ করে নাও

চ। তবে কি আর বাড়ী যাব?

ব্র। না, তা হবে না। তা হলেই সব কেঁচে যাবে; আমি তো আর বাড়ী যাচ্চি না। এই বেশেই যাব। না হয় সেখানে গিয়ে কাপড় চোপড় কিনে লওয়া যাবে!

চ। আচ্ছা আমিও তবে বাড়ী যাব না। নলিন্ চল।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সুবর্ণপুর—কৃষ্ণকিশোর বাবুর অন্দরমহল:

রাধারাণী ও কুমুদিনী।

একদিক দিয়া রাধারাণী ও অপরদিক দিয়া কুমুদিনীর প্রবেশ।

কু। দিদি! তোমার ছেলের বে হলো কবে?

রা। এই ফাগুণ মাসে হবার কথা আছে।

কু। কনেরা দেবে থোবে কেমন?

রা। তা বেশ—দুমুঠ গহনা আর কপোর দান। আর ছেলেকে হার—ঘড়ির চেন—ঘড়ী দেবে। আমার ভাই ঐ একটি বই আর তো নাই। ওর বেতে যদি দশটাকা খরচ না কর্ব তবে আর কর্ব কবে? আমরা কি দিই তার ঠিক নাই।

কু। মেয়েটি কেমন?

রা। খুব ভাল মেয়ে। তিনি দেখে এসে বল্লেন, যে অমন মেয়ে আমাদের বাড়ীতে একটিও নাই। আমাদের কনে বউকে দেখেচ? সে তো এত সুন্দরী, তারচেয়েও দেখতে ভাল। উনি বলেন কি দশটাকা কম পাই সেও ভাল, তবু ভাল মেয়ে না হলে বিয়ে দোব না।

কু। বলি শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমান তো?

রা। হাঁ দুজনেই। মেয়েটি নাকি বড় ঠাণ্ডা।

কু। চন্দরের বয়স কত হোল?

রা। এই উনিশ বছর।

কু। আর মেয়েটীর?

রা। দশ।

রা। আর এক কথা শুনেছ?

কু। কি?

রা। মিত্তিরদের যাদুরমার কথা বুঝি শোননি?

কু। কৈ না।

রা। যাদুর মার আক্কেলটা দেখ ভাই! সে দিন আমাদের বাড়ী এসে বয়েদের কাছ থেকে চন্দরের বের কথা শুনে গিয়ে, চুপি চুপি যাদুর বের জন্যে কনের বাড়ী লোক পাটিয়ে ছিল। তারা ভদ্র লোক, সে কথা শুনবে কেন? তা চন্দরের শাশুড়ী

সেই লোকের হাতে বলে পাঠিয়েছে যে, মেয়েকে সোণা হীরের মুড়ে দিলেও এসম্বন্ধ ভাঙ্গবনা।

কু। ওমা ছিঃ! এও কি কথা গা? যাদুর মা আমাদের আপনার লোক, তার এ কাজ করা ভাল হয়নি।

রা। দেখ্ দিকি বোন্! আমার ছেলের ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে তা আর ওঁর প্রাণে সইল না। তুই কেন বাছা আর একটী ভাল মেয়ে দেখে যে দেনা। তাতে কি আর আমি কথা কহিতে যাব? আর তাও বলি ভাই যদিও এমন ঘর পেতে পারে বটে কিন্তু এমন মেয়ে পাবেনা।

কু। চন্দর নাকি কালেজ থেকে মাসে পনর টাকা করে জলপানী পায়?

রা। এই একবছর তো পেলে, আরও এক বছর পাবে।

কু। চন্দরের কিন্তু পড়া শুনায় খুব আটা।

রা। বল কি ভাই! পড়া শুনো ছাড়া একদণ্ড নাই। দিন রাত কেবল বয়ে মুখে বসে আছে। গেল বচর একজামিনের সময় পড়ে পড়ে এমন ব্যাম হয়েছিল যে বাছা মাতা তুলে বসতে পাত্তোনা। সে বছর ডাক্তারে কি কম টাকাটা নিলে।

কু। তাকি আর জানিনা? সব জানি। দিদি! এবার রথের সময় শ্রীক্ষেত্রে যাবে?

রা। ঠাকুর যদি টেনে থাকেন তা হলেই যেতে হবে কেউ, রাখতে পার্ব্বেনা।

কু। একবারে রথের চাকার নিচে না টানলে বাঁচি।

রা। তুই হলি কিরে! ঠাকুরদের কথাতেও টাট্টা।

কু। যাই ভাই ছেলেদের আসবার সময় হয়েছে।

রা। তোমার কোলের ছেলেটীর অসুখ সেরেছে ?

কুমুদিণীর প্রস্থান ও হরমণির প্রবেশ।

হর। (রাধারাণীর পদতলে পড়িয়া) ওগো তোমাদের ছেলে আমার সর্ব্বনাশ করে গিয়েছে, ওগো আমার নলিনকে নিয়ে কেথোয় চলে গিয়েছে ?

রা। একি—তুমি কে ?—পায়ে পড় কেন ?—কে নিয়ে গেছে ?—কাকে—নিয়ে গেছে ?

হর। ওগো আমি তোমাদের পাড়াতেই থাকি গো ! ওমা আমি বড় গরিব মানুষ ! আমার মেয়েটীকে নিয়ে গেছে গো।

রা। কোথায়—কে নিয়ে গেছে ?

হর। তোমাদের চন্দর আর একটীছেলে, তাকে চিনিনে।

কৃষ্ণকিশোর বাবুর প্রবেশ।

কৃ। চনা ছোঁড়া একে বারে বয়ে গেছে। তিন চার দিন স্কুলে যাইনি এই তার পণ্ডিত এসে বলে গেল। শুনলেম আর একটা বেশ্যা নিয়ে নাকি কোথায় পালিয়েছে।

রা। বলকি বলকি—নাই-নাই—বাপরে! তুই কোথায় গেলি ? (পতন) বাপ্‌রে তুই কোথায় গেলিরে ! তোর মাকে কাঁদিয়ে যেতে কি তোর মনে একটুও দুঃখ হলো না রে ? ওগো আমার সোনার চাঁদকে এনে দাও গো এনে দাও। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে গো। বাপরে আমার, তুই কোথায় গেলিরে !

কৃ। তুমি যে কেঁদেই আকুল হলে দেখচি। কাঁদ্‌লে কি ছেলে আপনি আস্‌বে।

(খুদীর মার প্রবেশ।

খু-মা। বাবা!—দাদাবাবু নাকি পালিয়ে গেছেন ওমা! এ বেটী এখানে কেন? আমর বেটী! পাজা, তুই এখানে কেন?

হর। ওমা! ইনি আবার কে গো তেড়ে কুঁড়ে ঝগড়া কত্তে এলেন। তোর কিরে মাগী আমি যে হইনা আমি মা ঠাক্‌রুণের কাছে এসেছি।

খু-মা। রোস্ মাগী রোস্ দেখ্‌গা! এমাগীর মত পাড়া কুঁদুলে এ গ্রামে নাই। মাগী বড় বজ্জাত, সেদিন আমাদের দাদাবাবুর সঙ্গে চুপী চুপী কি কথা কচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে কি যে টেসকোর বিল দেখাচ্ছিলেম। বেটী আমার টেসকোর কথা বলেছিলেন। বল বেটী দাদা বাবু কোথায় গেছেন বল?

র। কোথায় গেছে তা আমি কি করে জানব।

খু-মা। বল্‌বিনে বেটী? দাঁড়া বলিস্ কি না দেখ্‌চি।

খুদিরমার প্রস্থান ও খেংরা লইয়া

পুনঃ প্রবেশ।

চল্ বেটী চল্ নইলে এই খেংরে তোর বিষ ঝেড়ে দোব। (খেংরা মারিতে মারিতে) বের বেটী বাড়ী থেকে বের। নইলে তোকে মেরে খুন করে ফেল্‌বো।

কৃ। খুদিরমা করিস্ কি?

খু-মা। না গো বাবু তুমি জাননা এই বেটীই যত নষ্টের গোড়া, তুই বেটীই সব জানিস্, চল্ বেটি কোথায় আছে বের

করে দিবি তো চল্। বেটি আবার এখানে ন্যাকরা কত্তে এসেছে। চল্ বেটি চল্

হরমণিকে খেংরা মারিতে মারিতে খুদিরমার প্রস্থান।

রা। ওগো তুমি আমার বাছাকে এনে দাও।

কৃ। পালিয়েছে শুনেই তো আমি টেলিগ্রাফ করেছি।

রা। আমার আর কিছু ভয় হচ্চেনা, কেবল কোথা যাবে, কি কর্ব্বে, ছেলেমানুষ, পাছে কেউ মেরে ধরে নেয় এই ভয়।

কৃ। ভয় করে আর কর্ব্বে কি বল? মেরে অমনি নিলে আর কি? কোমরে জোর না থাক্‌লে আর গেছে!

রা। তুমি তাকে ধরবার জন্য কি করেছ বল্লে?

কৃ। তারে খবর দিয়েছি। আজ রাত্তিরে আমি আর দীন বাবু দুজনে তার সন্ধানে যাব! ধরা পড়বেই! কি নীচ প্রবৃত্তি!

রা। ওগো সে তেমন নয়। সে আমার বড় সুছেলে।

কৃ। সু এই এখন কু হয়ে গেল। যাও খাবার তয়ের হোল কিনা দেখ গে এই রাত্রের গাড়িতেই যাব।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশী—চন্দ্রকেতুর বাসাবাটী—নলিনীর গৃহ।

নলিনী আসীনা।

ন। আমার কি শুভাদৃষ্ট! কত শত মহিলা শিবপূজা করেও এমন পতি পায় না। কোথায় গেল—এখনও আস্‌চে না কেন? অনেকক্ষণ অবধি না দেখে আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। বুঝি দুই প্রাণসখায় কোথাও বেড়াতে গেছেন। আহা! কাশী কি মনোহর স্থান। এখানে স্বভাবতই লোকের মনে ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয়। গঙ্গাতীরের এইসকল প্রস্তরময় ঘাট, দেবমন্দির, ত্রিতল চৌতল অট্টালিকা দেখে কে না পূর্ব্বপুরুষদের গুণকীর্ত্তন করিবে? কে না বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গের পূজা করে পরিতৃপ্ত হবে? দুজনে বুঝি এই সকল দেখ্‌তে দেখ্‌তে অধিক দূর গিয়ে পড়েচে তাই আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে। যাহোক আমার মন এত চঞ্চল হচ্চে কেন? অনেকক্ষণ দেখিনি তাই জন্যই বোধ হয় এমন হচ্চে। আহা! উভয়ের কি অকৃত্রিম প্রণয়! যেন রামলক্ষণ—যেন এক প্রাণ—যেন সহোদর। দুজনে চক্ষের আড়াল হলে একদণ্ড থাকৃতে পারেনা। কখন গেছে এখনও আসচে না কেন? বাড়ীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছে নাকি? একি! আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হলো কেন?

আমার দক্ষিণ হস্ত কেন কম্পিত হয়? তাঁদের কোন অমঙ্গল হয়নি তো। তাই তো কি করি—

ব্রজেন্দ্র ওচন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

ন। বাঃ--বেশ যাহোক্। কোথায় যাওয়া হয়েছিল? কোথায় বেলা দশটা—আর এই সন্ধ্যা। বাড়ীর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে নাকি?

চ। ভুলব তো আর এলেম্ কেন?

ন। দায়ে পড়ে।

চ। দায়টা কি?

ন। যেন আর জানেন না—

চ। কৈ আর।

ন। বলি কোথায় গিয়েছিলে?

চ। এমন কোথাও যাইনি এই ক্রোশখানেকের মধ্যেই।

ন। কি অল্পপথেরই পরিচয় দিলেন, যেন এপাড়া ওপাড়া

চ। অন্য দিন হলে দূর বিবেচনা করতেম বটে কিন্তু আজকে যেতে আস্তে কিছুই কষ্টবোধ হলো না। (ব্রজেন্দ্রের প্রতি)হ্যাঁ হে মহাদেবটা দিলে না? একটাকা বল্লেম তব্, রাজী হলো না। মাটির মহাদেব বই তো নয়! কিন্তু বড় পসন্দসই—

ব্র। তা হলে কি হয়? বেশী খদ্দের ঝুঁকলে দোকানদারদের এই রকমই গুমোর বেড়ে যায়।

চ। খদ্দেরের তো আর অভাব নাই।

ন। কিসের মেলা?

চ। বড়ামঙ্গলের মেলা।

ন। সে আবার কেমন ধারা?

চ। এদিকে কেদারনাথের ঘাট আর ওদিকে কালভৈরবের ঘাট এর মধ্যে এমন স্থানটি নাই যেখানে দোকানি পসারি বসেনি। লোকে লোকারণ্য। গঙ্গাতীরে তো একতিলও স্থান নাই। বড় বড় নৌকা বজ্‌রার গাঁদি লেগে গেছে। বজ্‌রার বাহারই বা কি! নিশান উড়্‌ছে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। এই সন্ধ্যার সময় এখানকার যত বড়লোক নৌকার উপর গান বাজনা কত্তে কত্তে রামনগরের দিকে যাবে—যাকে ব্যাসকাশী বলে।

ন। থাক্ থাক্ আর বল্‌তে হবেনা। আর জন্মে চারপো অধর্ম্ম না কর্‌লে আর এ জন্মে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মায় না। আমরা যেন কি, দিন রাত্ কোণের ভিতর বসে থাক্‌বো।

ত্র। তা না হয় তোমরাই বাইরে বেরোও আমরা ঘরে বসে থাকি। ঘরে বসে থাক্‌তে পেলে কোন হেঙ্গামই থাকে না।

ন। হেঙ্গাম আবার কি?

ত্র। হেঙ্গাম বলে হেঙ্গাম, এই কলম পেশা প্রভৃতি বার সতর হেঙ্গাম। যার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে।

চ। ওহে তুমি একবার ভূদেব বাবুর কাছে গেলে না? আজ না গেলে যে আর পাওয়া যাবে না।

ব্র। বটে তো—মিছে কাজে পড়ে ওটা একেবারেই মনে ছিল না। তিনি আবার মেলা দেখতে না বেরুলে বাঁচি।

ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

ন। বলি আজ কে যে টাকা পাবার কথা ছিল তাকি পেয়েছ?

চ। পেয়েছি—নোট—যাই একবার নোট খানাভাঙ্গিয়ে।

নিয়ে আসিগে। টাকা না হলেতো আর খরচ চলেনা। যাই এখনি আসচি।

ন। তোমারতো আস্সা—?

চ। কেন?

ন। হয়তো যেল্যা দেখতেই মত্ত হবে। শুনেতো ঘাট নাই।

চ। পাগল হয়েছ।

ন। (হস্ত ধরিয়া) তুমি যে আমার বড় পাগল বল্লে? আমি কি পাগল!

চ। পাগল নাতো আর কি?

ন। দেখ যেন টাকা চাপা পড়ো না—

চ। তা হলেতো বেঁচে যাই।

চন্দ্রকেতুর প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

কাশী।—চন্দ্রকেতুর বাসাবাটীর সম্মুখস্থ।

রাজপথ।

কৃষ্ণকিশোরবাবু, দীনবাবু, সারজন ও পাহারওলার প্রবেশ।

পরে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

কৃ। (চন্দ্রকেতুকে দেখাইয়া) এই যে, এই যে, হতভাগা এখানে।

সা। (চন্দ্রকেতুর হস্ত ধরিয়া) Baboo you are summoned we are obliged to arrest you. Please excuse my boldness.

কৃ। আঃ বাঁচলেম ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়েছিল। বলি তোর কি রকম্ আক্কেল বল্ দেখি! তুই কি না একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে ঘর বাড়ী ছেড়ে কাশী পালিয়ে এসে রয়েছিস্। তোর কিন্তু আচ্ছা বুকের পাটা যা হোক্। কার পরামর্শ শুনে এমন বুদ্ধি হোল?

দী। কৃষ্ণ বাবু আর ধম্‌কালে কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে। যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা কি?

কৃ। আর মাতা মুণ্ড বলব কি? এ যে এমন খারাপ হয়ে যাবে এ স্বপ্নের অগোচর। বেশ লেখা পড়া কচ্ছিল কিন্তু কার বুদ্ধিতে যে এমন হয়ে গেল তা ভগবানই জানেন।

দীন। চলুন গাড়ীর সময় হল।

কৃ। হ্যাঁ তা হোল বৈকি। আর এখানে থাকলে কি হবে। চল বাবা বাড়ী চল। এমন করেও কি আতে আস্‌ছে?

চ। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) বাবা! বাবা! আপনি এ হতভাগ্য নরাধমের আশা পরিত্যাগ করুন। আপনি যাকে বেশ্যা কন্যা বলচেন। (আর লজ্জা কল্লে কি হবে) সে এখন আমার হৃদয়েশ্বরী হয়েছে। আমি বেশ অনুভব কচ্চি যে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ কখনই সেই দারুণ বিচ্ছেদ বাণ সহ্য কত্তে পারবে না অতএব মৃত্যুই নিশ্চয়।

সা। Babu, we can't wait any longer. We have much to do.

কৃ। তা তুমি মরই ভাল আর বাঁচই ভাল কিন্তু বাড়ী যেতে হবে। না গেলে আর ছাড়ান ছোড়ান নাই। চল্ আর জেঠামো কত্তে হবে না। একটু লেখা পড়া শিখেই যে বড়

লম্বা চওড়া কথা আওড়াতে আরম্ভ করেছিস্। কোথাকারের একটা বেশ্যার মেয়ে তার জন্যে প্রাণে বাঁচ্‌বেন না।

নী। আশ্চর্য্য !

সা। This is not the place for a gentleman to lament. It is a public way. Your father is personally present, you shouldn't disobey him.

চ। হা বিধাতঃ এ হতভাগ্যকে কি এত দুঃখ দেবার জন্যই প্রণয়ের সূচনা করেছিলে ? হা প্রণয়িনী ! তুমি কি চিরদুঃখিনী হবার জন্যই এ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়েছিলে ? হা প্রিয়বন্ধো ! তুমি কি চিরতাপিত হবার জন্যই আমার সহ-গামী হয়েছিলে ? হা পোড়া প্রাণ ! তুমি প্রিয়াহীন হবে এ সংবাদেও এখন বিদীর্ণ হতেছ না। পিতঃ আপনার চরণে ধরে বল্‌ছি আপনি আমায় ক্ষমা করুন ; আর এ পাপাত্মার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বেন না আপনার শরীরে পাপস্পর্শ হবে।

পা। চলিয়ে বাবু সাব সড়কা বিচ্‌মে রোও মৎ।

চ। আমি কি নিষ্ঠুর, দুজন লোককে অকূলে ভাসিয়ে গেলাম। তোমরা যার জন্য দেশ ত্যাগী হয়ে অকূলে ভাস্‌লে সে এখন তোমার তরি মগ্ন কত্তে উদ্যত।

সা। you must go now otherwise we will compel you.

চাঁপার প্রবেশ।

চাঁপা। হ্যাঁগা তোমরা বাবুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

চ। চাঁপা ! নলীনকে বোলো অভাগা জন্মের মতন চল্লো

এ জন্মে আর দেখা হবে না ব্রজেন্দ্র রহিল যত্ন করবে।

মা। তুমি শালি এখানে কি করিতে আইলে—

চন্দ্রকেতুকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশি।

নলিনীর গৃহ।

বেগে নলিনীর প্রবেশ।

ন। ওগো তুমি কোথায় গেলে গো, আমায় ফেলে কেমন করে গেলে গো। (ভূমে পতন।)

চাঁপার প্রবেশ।

চাঁ। ওগো তোমার আবার কি হলো?

ন। উঠিয়া (ভঙ্গস্বরে) চাঁপা! তুমি এখন যাও, আমি সব জানি—আমি ছাত থেকে সব শুনেছি।

চাঁ। বাবুর দুঃখ দেখে আমার মনটা কেমন কচ্চে।

চাঁপার প্রস্থান।

ন। (কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে) "চাঁপা—নলিনকে—বোল—যে—অভাগা"উঃ"জন্মের—মত—চল্লো—ইহজন্মে—আর—দেখা হবেনা" দেখা হবে না—দিলেও দেখা পাবে না। "ব্রজেন্দ্র রইল যত্ন করবে" কারে যত্ন কর্ব্বে? মৃতদেহকে—শবকে—উত্তম। আমি কি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখলেম? না অজ্ঞান হয়েছি।

একি আকাশবাণী ? কি শুনলেম ? কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনা। একি আশ্চর্য্য ! যা শুনলেম, যা দেখলেম তা কি বাস্তবিক সত্য ? কি হোল ! আমার কি এখন জ্ঞান নাই ? আমি কি উন্মাদিনী হলেম নাকি ? যাই হোক, সত্য তার সন্দেহ নাই! প্রত্যক্ষদৃষ্টি!— সত্য !—অবশ্যই সত্য ! তাঁর পিতা বলপূর্ব্বক নিয়ে গেছেন ; কি করেন, অসহায়—ক্ষীণবল অগত্যা বাধ্য হয়েছেন। যাই হোক এখন করি কি ? (চিন্তা ও সরোদনে) হা নাথ ! অধিনীর কি শেষে এই দশা কল্লে, জন্মের মত কি অভাগিনীকে পরিত্যাগ কল্লে ? হা দগ্ধপ্রাণ ! তুমি কি আশায় আর এ পাপপিঞ্জরে বদ্ধ রয়েছ ? হা প্রাণসখা ! তুমি এখন কোথায় রইলে ? তোমার নলিন্‌কে কোথায় ভাসিয়ে গেলে ? দুঃখিনী মাতাকে কন্যাবিয়োগকাতরা করে এসে কি আমার এই দশা ঘটল। মা গো ! তুমি এখন কোথায় একবার এসে দেখ মা ! তোর নলিনের কি দশা হয়েছে। হা প্রাণবল্লভ ! একবার এসে দেখা দিয়ে তাপিনীর তাপিত-প্রাণ শীতল কর। হা বিধাতঃ ! তোর মনে কি এই ছিল রে ? অভাগিনীকে হৃদয়মণি হারা করবার জন্যই কি বিদেশে এনেছিলে ? আর আমি কি সুখে এ পাপসংসারে থাকুব ? আমার সকল সুখই ফুরিয়েছে। হা মাতঃ বসুন্ধরে ! তুমি দ্বিধা হও, তোমার ক্রোড়ে শয়ন করি। তুমি কোন্ প্রাণে কন্যার এত কষ্ট স্বচক্ষে দেখচ মা ? উঃ যা হবার তা হয়েছে। কপাল যতদূর ভাঙ্গবার তা ভেঙ্গেছে। এখন আর তাঁর জন্য বৃথা ভাবলে কি হবে। আপনার জর্জ্জরিত প্রাণ পরিত্যাগ করে সকল জ্বালাযন্ত্রণা নিবারণ করি। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক

একখানি অস্ত্র দেখিয়া গ্রহণ) একি! এ অস্ত্র কার? এখানি তাঁর অস্ত্র! তিনি আসবার সময় দস্যুভয়ে এখানি নিয়ে এসেছিলেন। হা অস্ত্র! তুমি এতদিন যার অধীনে ছিলে সে এখন তোমাকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। তোমার এখন আমার ন্যায় অবস্থা। তোমার দ্বারা আমার কি উপকারের সম্ভাবনা? তুমিই এখন আমার একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তুমিই এখন আমার পরিত্রাতা। এস একবার আমার বক্ষে বসে ক্ষুরধারে হৃদয় বিদীর্ণ করে সকল জ্বালাযন্ত্রণা নিবারণ কর। (উচ্চৈঃস্বরে) প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! আমি জন্মের মত চল্লেম। আমিই তোমার সকল বিপদের মূল। আমার প্রাণ অতি কঠিন, নতুবা এখন বিদীর্ণ হচ্চেনা কেন? দাসী যদি কোনদিন কোনসময়ে তোমার শ্রীচরণে অপরাধ করে থাকে, দাসী বলে কৃপাগুণে ক্ষমা কর। আর জ্বালা সহ্য হয় না। বিচ্ছেদবাণ হৃদয়ে ঘোরতর রূপে বিদ্ধ হয়েছে। আমি তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি এখন তার প্রতিফল স্বরূপ এই জীবন অর্পণ করিলাম। (বক্ষে ছুরিকা প্রদান ও পতন) উঃ—উঃ—গেলেম--গেলেম—প্রাণ—গেল—প্রাণ—নাথ—প্রাণ গেল—জ্বালা—জ্বালা—পারিনে—পারিনে প্রাণ যায় -মনের—কথা—মনে—রইল।— প্রা—ণ—নাথ—প্রা—ণ—যা——(মৃত্যু)

ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।

ব্র। (সবিস্ময়ে) একি! একি! এ আবার কি? কে এমন কাজ কল্লে? নলিনীকে হত্যা কর্‌লে কে? ঘর যে একেবারে রক্তে প্লাবিত হয়ে গেছে। কেউ হত্যা করেছে না আত্মহত্যা

হয়ে মরেছে, যা হোক দেখতে হোল। (দেখিয়া) না—এই যে হাতেই অস্ত্র রয়েছে। তবে বুঝি আত্মহত্যা হয়েছে। আমি এক দণ্ড না থাকাতেই এই সকল বিভ্রাট! বিদেশে আসা কি দুঃসাহসী কাজ! কৈ কাহাকেও দেখতে পাচ্ছিনা। চন্দ্রকেতু গেল কোথা? চাঁপা—চাঁপা—চাঁপা—

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীরস্থ গহনবন।

উদাসী বেশে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চ। মানব, কানন, দেশ,
তরু, নগর, প্রদেশ,
কেহ কি করিতে পার প্রিয়ার উদ্দেশ?
মম হৃদয়ের মণি,
ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তামণি,
একাকিনী-বিষাদিনী-নলিনী উদ্দেশ?

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল—আড়াঠেকা।

মৃণাল থাকিতে কেন মৃণালিনী শুকাইল।
নাহি জানি কি কুক্ষণে কি বাদীতে ঘেরিল॥
হৃদি-সরো-সুশোভিনী,
কোথা গেল সে নলিনী,

কোথা বা সে গুণমণি কি কারণে পলাইল।
আমি অতি মূঢ়মতি,
সখা প্রতি ছিল মতি,
তবে কেন মহামতি বিনা দোষে তেয়াগিল।

চ। কোথা হতে কোন্ জন,
নাহি জানি বিবরণ,
গাইছে গহনবনে নলিনীবচন।
সে কি আমার নলিনী?
সখা-জন-সুরক্ষিণী
পতিহারা ভিখারিণী অভাগারতন॥

ঋষিপুত্রবেশে কমণ্ডলু হস্তে ব্রজেন্দ্রের
প্রবেশ।

ব্র। তুমি কে? কি জন্য একাকী এ গহনবনে প্রবেশ করেছ? কোথায় যাবে?

চ। আমি নলিনী-মৃণাল,
নাম নলিনী-মৃণাল,
নলিনীউদ্দেশে আমি ভুবনবিহারী।
তুমি পার কিছু তার,
দিতে কোন সমাচার,
তপোবনে জপবলে ওহে জটাধারী।

ব্র। কে? তুমি নলিনীমৃণাল! তবে কি আমার প্রাণবন্ধু চন্দ্রকেতু?

চ। তুমি কে? কি করে আমার নাম জানলে, তুমি কি আমার সেই প্রাণসখা--তুমি কি আমার সেই নলিনীরক্ষক

প্রাণসখা ? তুমিই কি এই পাপাত্মাবর্জ্জিত প্রাণসখা ? আর ভাই তোকে একবার আলিঙ্গন করি।

ব্র। আমিই সেই নলিনী-ভক্ষক নরাধম।

চ। নলিনী-ভক্ষক!—সেকি! নলিনী এখন কোথায়? তাকে কোথায় রেখে এসেছ?

ব্র। নলিনী এখন ত্রিদিবে—সতীমণ্ডপে

চ। (সচকিতে) কি—কি—মৃত—মৃত প্রাণে বেঁচে নাই—উঃ। (পতন ও মূর্চ্ছা।)

আলুলায়িত কেশা পাগলিনী হরমণির

প্রবেশ।

হর। কেরে বাপ তোরা—এত দিনের পর আজ আমার তাপিত প্রাণ শীতল কল্লি। কৈ আমার নলিনী কোথা—কৈ আমার মা কৈ? নলিনি! মা আমার,একবার দেখা দে মা? নলিনী—মা আমার, তোর প্রাণ কি এত কঠিন রে? রাক্ষসী—পাপিয়সী—নারকী—মা বলে কি তাকে একবারে দেখবিনিরে।

ব্র। (কমণ্ডলুস্থ বারি সেচনে চন্দ্রকেতুর সংজ্ঞা লাভ করাইয়া) সখা ওঠ—সতি লক্ষ্মী স্বর্গে গেছেন তাঁর জন্য চিন্তা কি।

চ। ওঃ মৃত—মৃত—নলিনী—মৃত,

হর। কি বল্লি রে বাপ! আমার প্রাণের প্রাণ, প্রাণের নলিন নাই। তোকে চিনেছি রে চিনেছি, তুই কি সেই রে বাপ? কৈ আমার প্রাণের নলিন কৈ? তাকে—কোথায় রেখে এলিরে বাপ? বুঝেছি রে—বুঝেছি, রাক্ষসী বলে আমায় ঘৃণা

কচ্চিস্—ওঃ আর পারিনে—জ্বলে গেল—বুক জ্বলেগেল—প্রাণ—যায়।

চ। আর আমি কি সুখে এ পাপ সংসারে থাকব? আর আমি কার মুখ চেয়ে প্রাণ ধারণ কর্ব্বো। প্রাণপ্রিয়ে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সর্ব্বসহায়—মৃত্যুকে আশ্রয় করেছে—সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করেছে। আমি তার সহগামী হব। আর আমি এ পৃথিবীতে থাকব না। রে প্রাণ! তুই কেন এখন এদেহে রয়েচিস্। হা পিতা মাতা! তোমরা যে চন্দ্রকেতুকে শিশু কালাবধি লালন পালন করে এত বড় বর্দ্ধিত কল্লে সে এখন তোমাদের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেই কাঙ্গালের ধন, হৃদয়মণি চিন্তামণি প্রাণপ্রিয়ে—প্রাণ [illegible] কার কাছে চল্লো। হা প্রিয় বন্ধো! হা প্রাণের প্রাণ প্রাণসখা, হা হিতৈষী পরম মিত্র, বিদায় দাও—সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে বিদায় দাও কালিন্দী জলে নিমগ্ন হয়ে পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী, আমার মত পাপাত্মা নিষ্ঠুর আর নাই। আমায় বিদায় দাও।

ত্র। ভাই—এ হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করে কোথায় যাবে? এরতো আর কেউ নাই।—এ যে নিস্সহায়, তুমি গেলে আর আমি কার কাছে থাকব। কি জন্য আর এদেহ ভার বহন কর্ব্বো? ভাই—আমি অনেক সতীর—কথা শুনেছি কিন্তু নলিনীর মত এমন অপূর্ব্বসতীর নাম কখন শুনি নাই। বিমল তরঙ্গিণী সলিলে পঙ্কজোৎপত্তি যেমন অসম্ভব অবিদ্যা তনয়ার সতীত্বও সেই রূপ। যে নারীর সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে বাস যাহার উৎপত্তি অতীব ঘৃণিত, পবিত্র বিমল সতীত্বের উপর

তাহার কখনই গাঢ় ভক্তি হইতে পারে না। অলোকসম্ভবা অপূর্ব্বসতী প্রদর্শিত পবিত্র পথ যে নলিনীর ন্যায় অবস্থা গত রমণীদের এক প্রকার আদর্শ স্বরূপ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সখা! শান্ত হও বৃথা আক্ষেপে আর আত্মাকে কষ্ট দিও না। শান্ত হও আশ্রমে চল।

চ। (উন্মাদের ন্যায়) দাঁড়াও—দাঁড়াও—যাই—যাই—কেঁদনা—কেঁদনা—আর কেঁদনা (হাত বাড়াইয়া) ধর—ধর—তুলে—তুলে—নাও পড়লেম—(বলিতে বলিতে জলে পতন)

ব্র। (রোদন করিতে করিতে তীরস্থ হইয়া দূরে কমণ্ডলু-নিক্ষেপ পূর্ব্বক) গেলে—গেলে—এক:স্তুই গেলে—তবে আমি আর—কেন—যার জন্য এত আশা সেই যখন গেল তখন আমি আর কেন? তবে আমি ও যাই (তারক তারয়ে)

হর। তুইও গেলিরে বাপ? হাহাহা—আমি রাক্ষসী—নর মাংস বড় ভাল বাসি। যাই দুটো কচি ছেলে জালে পড়েছে। জগত দেখুক—ভারত রমণী—নিজের সতীত্ব নাশ—পরের—সতীর সতীত্ব হরণের চেষ্টা—ফল এই—জীবন নাশ। (জলে পতন)

যবনিকা পতন।

শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।